প্রত্যহ পঠনীয় দারসসমূহ

الدروس اليومية – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

الدروس اليومية

أعده وترجمه إلى اللغة البنغالية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الرابعة: ١٤٤٦/٠٧ هـ

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

الدروس اليومية / شعبة توعية الجاليات بالزلفي

١٢٤ ص؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك : ٧-٩٦-٨١٣-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١-الإسلام- مبادئ عامة أ. العنوان

ديوي ٢١١ ٢١/٤٣٧٣

رقم الإيداع : ٢١/٤٣٧٣

ردمك : ٧-٩٦-٨١٣-٩٩٦٠

الدروس اليومية

প্রত্যহ পঠনীয় দারসসমূহ

১। সময়ের মূল্য দেওয়া এবং তা অনর্থক ব্যয় না করা

ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "দু'টি সম্পদের ব্যাপারে বহু মানুষই প্রতারিত। আর তা হল, সুস্থতা ও অবসর।" (বুখারী)

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-(রমযানের) শেষ দশকে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি রাত্রি জাগরণ করতেন, পরিবারদেরও জাগাতেন এবং অত্যধিক মেহনত সহকারে এবাদত করতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে মাসঊদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "কিয়া-মতের দিন কোনো আদম সান্তানের পা তার প্রভুর নিকট থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত নড়বে না, যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে। (আর তা হল,) স্বীয় জীবন কিসে অতিবাহিত করেছে, যৌবনকাল কিভাবে কাটিয়েছে, মাল কিভাবে অর্জন করেছে ও কোনো পথে ব্যয় করেছে এবং স্বীয় জ্ঞান অনুযায়ী অমল কি করেছে?।" (তিরমিযী)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি (শেষ রাতে শত্রুর) আশঙ্কা বোধ করে, সে যেন সন্ধারাতেই যাত্রা করে। আর যে সন্ধ্যারাতেই যাত্রা করে, সে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে সক্ষম হয়। জেনে রেখো, আল্লাহর সামগ্রী খুবই মূল্যবান। জেনে রেখো, আল্লাহর সামগ্রী হল, জান্নাত।" (তিরমিযী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। লাভদায়ক জিনিসেই সময় ব্যয় করা অপরিহার্য।

২। প্রত্যেক আদম সন্তান তার সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

৩। নিজেদের সময়ের অপচয় তারাই করে, যারা তা অনর্থক ব্যয় করে। আর তারা এ ব্যাপারে প্রতারিত।

২। তাবিজ ব্যবহার করার হুকুম

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [الزمر ٣٨]

“তোমরা ভেবে দেখেছ কি? আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা তাঁকে ছাড়া যাদেরকে আহব্বান কর, তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সেই অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে? বল, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে থাকে।” (সূরা যুমারঃ ৩৮)

উক্ববা ইবনে আমের-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলায়, আল্লাহ যেন তার আশা পূরণ না করে।” (আহমদ) অন্য বর্ণনায় এসেছে, “যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলায়, সে যেন শির্ক করে।”

আব্দুল্লাহ ইবনে উকাইম-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোনো কিছু ঝুলাবে, তাকে তারই উপর নির্ভরশীল করে দেওয়া হবে।” (তিরমিযী)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবজ এবং যাদু-মন্ত্র শির্ক।" (আহমদ, আবূ দাউদ)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। যদি কেউ এই বিশ্বাস নিয়ে তাবিজ ব্যবহার করে যে, তাতে লাভ ও ক্ষতি সাধিত হয়, তাহলে সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ ইষ্টানিষ্টের মালিক বলে বিশ্বাস করার কারণে শির্কে আকবার (বড় শির্ক) সম্পাদনকারী বিবেচিত হবে। তবে সে যদি এই বিশ্বাস করে যে, এটা একটি উপকরণ মাত্র, তাহলে তা শির্কে আসগার (ছোট শির্ক) হবে।

২। তাবিজ ব্যবহার করা বৈধ নয়, যদিও তা কুরআন থেকে হয়। কারণ, সাহাবারা কেউ একাজ করেননি। তাছাড়া এটা অন্য কিছু ঝুলানোর অসীলা বা মাধ্যম হয় এবং এতে রয়েছে কুরআনের অবমাননা।

৩। গাড়ির মধ্যে কাপড়ের কোনো টুকরো ইত্যাদি রাখা অথবা নজর দোষ থেকে বাঁচার জন্য কুরআন শরীফ রাখাও এর (শির্কের) আওতায় পড়ে।

৩। গণক ও জ্যোতিষীদের নিকট যাওয়া হারাম

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ ﴾ [٦٥]

"হে নবী! লোকদের বলে দাও! আসমানে ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েবের জ্ঞান রাখে না।" (সূরা নামল ৬৫)

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর কিছু স্ত্রীদের থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি গণকের নিকট এসে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করে, চল্লিশ রাত পর্যন্ত তার নামায কবুল করা হয় না।" (মুসলিম)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং তার কথার সত্যায়ন করে অথবা হায়েয অবস্থায় নারীর সাথে সঙ্গম করে কিংবা স্ত্রীর পায়খানার রাস্তা ব্যবহার করে, সে তা থেকে দায়িত্বমুক্ত, যা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে।" (আবূ দাউদ)

আয়েশা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু মানুষ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে গণক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন, ওরা কিছুই নয়। তারা বলল, কখনো সময় তারা কোনো জিনিস সম্পর্কে খবর দিলে, তা সত্য হয়। এর উত্তরে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, ওটা এমন এক সত্য বাক্য, যা জ্বিন গোপনে শুনে তার সহচরদের কানে দিয়ে দেয়, যারা তার সাথে এক শত মিথ্যা মিশ্রিত ক'রে পেশ করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। জ্যোতিষী ও গণকদের নিকট যাওয়া হারাম। তারা অদৃশ্য ও অতীতে যা ঘটেছে এবং আগামীতে যা ঘটবে, সেই জ্ঞানের দাবী করে।

২। গণকদের কোনো কোনো কথা সত্যও হয়। তবে তার সাথে শতাধিক মিথ্যা মিশ্রিত থাকে।

৩। হস্ত রেখা দেখে কোনো কিছু নির্ণয় করাও গণকশাস্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

৪। যাদু থেকে সতর্ককরণ

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ

وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة ١٠٢]

"সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানেরা যা আবৃত্তি করত, তারা তা অনুসরণ করত। অথচ সুলাইমান কুফরী করেননি বরং শয়তানেরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত, যা বাবেল শহরে হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল। (তাঁরা বলেছিলে,) আমরা পরীক্ষাস্বরূপ। সুতরাং তোমরা কুফরী (সত্য প্রত্যাখ্যান) করো না। এ না বলে তারা (হারূত ও মারূত) কাউকেও শিক্ষা দিত না। তবু এ দু'জন হতে তারা এমন বিষয় শিখত, যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া তারা কারো কোন ক্ষতিসাধন করতে পারত না। তারা যা শিক্ষা করে, তা তাদের ক্ষতিসাধন করত এবং কোন উপকারে আসত না। আর তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে, যে কেউ তা (যাদুবিদ্যা) ক্রয় করে, পরকালে তার কোনো অংশ নেই। আর তারা যার পরিবর্তে আত্মবিক্রয় করেছে, তা নিতান্তই জঘন্য, যদি তারা তা জানত!।" (সূরা বাক্বারা ১০২)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "সর্বনাশী সাতটি জিনিস থেকে বাঁচ, সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ সাতটি জিনিস কি কি? উত্তরে বললেন, আল্লাহর সাথে শির্ক করা, যাদু করা, আল্লাহ কর্তৃক হারাম কৃত কোন প্রাণীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে

পলায়ন করা এবং পবিত্রা, সাধাসিধা মু'মিনা মহিলার উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।" (বুখারী ও মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। যাদু হরাম এবং তা হলো ধ্বংসকারী পাপসমূহের অন্তর্ভুক্ত।
২। যাদু হলো ইসলাম বিনষ্টকারী বস্তূসমূহের অন্যতম। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন, "আমরা নিছক একটি পরীক্ষা মাত্র, তাই তোমরা কুফরী কর না। তাছাড়া যাদু শয়তানের ইবাদত ব্যতীত হয় না।
৩। যাদুকরদের নিকট যাওয়া ও তাদের সাথে চলাফেরা করা হারাম।

৫। ঝাড়-ফুঁক

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ এবং যাদু-মন্ত্র শির্ক।" (আহমদ, আবূ দাউদ)

আয়েশা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-প্রত্যেক বিষাক্ত জিনিস থেকে (রক্ষার্থে) ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

আয়েশা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যখন রোগে আক্রান্ত হোন-যে রোগে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন-'কুল আঊযু বিরা ব্বিন্না-স' ইত্যাদি পড়ে নিজের উপর ফুঁ-দিতেন। যখন তিনি ভারী হয়ে গেলেন, তখন আমি পড়ে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর উপর ফুঁ-দিতাম এবং তাঁর বরকতময় হাত তাঁর শরীরে বুলাতাম।" (বুখারী-মুসলিম)

আয়েশা-রাযিয়য়াল্লাহু আনহা-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর কোনো কোনো স্ত্রীকে ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করে ফুঁকতেন এবং বলতেন,

((اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَائُكَ، شِفَاءً لاَيُغَادِرُ سَقَماً))

"আল্লা-হুম্মা রাব্বান্না-স আযহিবাল বা'স ইশফে আন্তাশশাফী লা-শিফা-আ ইল্লা-শিফা-উকা শিফা-আন লা ইউগা-দিরু সাক্বামা" (হে মানবকুলের প্রভু! রোগ দূরীভূত করে দিয়ে আরোগ্য দান কর, তুমিই আরোগ্যদাতা। তুমি ছাড়া কেউ আরোগ্য দিতে পারে না। এমন আরোগ্য দাও, যার পর আর কোনো রোগ যেন অবশিষ্ট না থাকে)। (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কুরআন ও শরীয়ত সমর্থিত দুআ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক জায়েয।
২। শরীয়ত সমর্থিত দুআ ও কুরআন ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা হারাম।
৩। যদি ঝাড়-ফুঁক এমন কোন দুআ দ্বারা করা হয়, যাতে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ডাকা হয়েছে, তাহলে তা বড় শির্ক গণ্য হবে।
৪। মানুষ নিজে কিছু পড়ে নিজের উপর ফুঁক দিতে পারে। এটা অন্য কারো করা আবশ্যক নয়।

৬। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ গ্রহণ করা

ইবনে উমার-ﷺ-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় মহান আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বাপদের নামে শপথ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। কাজেই যদি কেউ শপথ গ্রহণ করতে চায়, তাহলে সে হয় আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করবে, না হয় চুপ

থাকবে।" (বুখারী-মুসলিম)

বুরায়দা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমানতের দোহাই দিয়ে শপথ গ্রহণ করবে, সে আমার উম্মত নয়।" (আবূ দাউদ)

ইবনে উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি একজনকে কা'বার নামে শপথ গ্রহণ করতে শুনে বললেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য নামে শপথ করো না। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করে, সে কুফরী করে অথবা শির্ক করে।" (তিরমিযী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। গায়রুল্লার নামে শপথ গ্রহণ হারাম। আর তা হল ছোট শির্ক, যা বড় পাপের অন্তর্ভুক্ত।

২। নবী, কা'বা, মান-মর্যাদা ও জীবন ইত্যাদি সহ সৃষ্টিকুলের নামে শপথ গ্রহণ করা হারাম।

৩। আল্লাহ অথবা তাঁর নামসমূহ কিংবা তাঁর গুণাবলী ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ গ্রহণ করা বৈধ নয়।

৭। অলক্ষণ-কুলক্ষণ প্রসঙ্গে

আনাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "রোগের সংক্রমণ ও অশুভ লক্ষণ বলতে কিছুই নেই। শুভ লক্ষণ মানা আমার নিকট পছন্দনীয়। আর তা হল, উত্তম বাক্য।" (বুখারী-মুসলিম)

ইবনে মাসঊদ-ﷺ-রাসূলুল্লাহ-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "(কোন কিছুর মাধ্যমে) শুভাশুভ নির্ণয় করা শির্ক।" আবূ দাউদ)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কোন কিছুকে অলক্ষণ-কুলক্ষণ মনে করা নিষেধ। অর্থাৎ, কোনো পাখি বা অন্য কিছুকে অশুভ জ্ঞাপন ক'রে কাজ বর্জন করা।

২। আর তা যদি কার্যাদি ত্যাগ করার মাধ্যম হয়, তাহলে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা লাভ-লোকসান সাধিত হতে পারে মনে করার কারণে তা শির্ক বলে গণ্য হবে।

৩। আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা রেখে আশাবাদী বা শুভ কামনা করা মুস্তাহাব।

৮। আল্লাহর উপর ভরসা করা

মহান বলেন,

﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطَّلاق:٣]

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার জন্য তিনি যথেষ্ট হোন।" (সূরা তালাক্ব ৩) মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التغابن:١٣]

"ঈমানদারদের কর্তব্য কেবল আল্লাহর উপর ভরসা রাখা।" (সূরা বাগাবুন ১৩)

ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন, "প্রত্যেক উম্মতকে আমার উপর পেশ করা হল। একজন নবীকে একটি ছোট দলসহ দেখলাম। একজন নবীকে দেখলাম, তাঁর সাথে একজন বা দু'জন লোক ছিল। আর একজন নবীকে দেখলাম তাঁর সাথে কেউ ছিল না। হঠাৎ এক বিরাট দল দেখলাম। আমি ভাবলাম, এটা হয়তো আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হল, এটা মূসা-عليه السلام-ও তাঁর উম্মত।

তবে আপনি উপরের দিকে দেখুন। আমি দেখলাম সেখানেও এক বিরাট দল। আমাকে বলা হল, এরা তোমার উম্মত। এদের মধ্যে ৭০ হাজার এমনও লোক রয়েছে, যারা বিনা হিসাব ও বিনা কোন শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর নবী করীম-ﷺ-সেখান থেকে উঠে তাঁর হুজরায় চলে গেলেন। লোকেরা তখন উক্ত লোকদের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করে দিলেন (যে তারা কারা হবে?)। কেউ বলল, ওরা মনে হয় সেই লোক, যারা ইসলাম নিয়েই দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং আল্লাহর সাথে কোন অংশীদার স্থাপন করেনি। আরো বিভিন্ন কথা-বার্তা তাঁরা বলাবলি করছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁদের সামনে উপস্থিত হলেন এবং তাদেরকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, কি ব্যাপারে তোমরা আলোচনা করছ? তাঁরা তাঁকে এ সম্পর্কে জানালেন। তিনি-ﷺ-বললেন, ওরা হল সেই লোক, যারা তাবীজ তুমরার কারবার করে না ও করায়ও না, অলক্ষণ-কুলক্ষণ বলে কোনো কিছুকে মনে করে না এবং তারা আল্লাহর উপর ভরসা রাখে।" (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। আল্লাহর উপর ভরসা রাখার মর্যাদাম বিরাট এবং তা মহান ইবাদত সমূহের অন্যতম।

২। আল্লাহর উপর ভরসার বাস্তবায়ন বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ হওয়ার উপকরণ।

৯। দুআ কবুল হওয়ার সময়

আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেন, "বান্দা সেজদারত অবস্থায় তার প্রভুর সর্বাধিক নিকটে হয়ে যায়। অতএব, সেজদায় বেশী বেশী দুআ কর।" (মুসলিম)

আনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "আযান ও ইকামতের মধ্যেকার দুআ প্রত্যাখ্যাত হয় না।" (তিরমিজী)

সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "দু'টি জিনিস রদ করা হয় না অথবা দু'টি জিনিস খুব কমই রদ করা হয়। আর তা হল, আযানের সময়ের দুআ এবং যুদ্ধের সময় যখন উভয় দল একে অপরের মুখোমুখী হয়, সেই সময়ের দুআ।" (আবূ দাউদ)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "প্রত্যেক রাতের যখন এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে, তখন মহান আল্লাহ নিকটের আসমানে অবতরণ ক'রে বলেন, কে আছে এমন যে আমার নিকট দুআ করবে আর তার দুয়া কবুল করব। কে আছে এমন যে আমার কাছে কিছু চাইবে আর আমি তাকে তা দিব। কে আছে এমন যে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর আমি তাকে ক্ষমা করব।" (মুসলিম)

জাবের-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "রাতের মধ্যে এমন একটি সময় রয়েছে, যে সময় কোন মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য দুআ করলে, আল্লাহ তাকে তা দান করেন। প্রত্যেক রাতে এ সময় রয়েছে।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কিছু সময় এমন রয়েছে, যে সময়ের দুআ কবুল হওয়ার আশা অন্যান্য সময়ের থেকে বেশী।

২। এ সময়গুলির মূল্য দেওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং এ সময়গুলিতে বেশী বেশী দুআ করার প্রতি প্রেরণা দান করা হয়েছে।

৩। আর এ সময়গুলি হল, সেজদার সময়, আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়, রাতের শেষাংশ এবং যুদ্ধকালীন শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার সময়।

১০। জামাআ'ত সহকারে নামাঝ পড়া ওয়াজিব

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "মুনাফেকদের জন্য সব থেকে ভারী নামায হল, এশা এবং ফজরের নামায। কিন্তু এই দুই নামাযের ফযীলত সম্পর্কে যদি তারা জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এই দুই নামাযে অবশ্যই শরীক হত। আমার ইচ্ছা হয় যে, নামায আরম্ভ করার নির্দেশ দেই। অতঃপর কাউকে ইমামতীর দায়িত্ব দিয়ে জ্বালানী কাঠ সহ কিছু লোককে সাথে নিয়ে সেইসব লোকদের নিকট উপস্থিত হই, যারা নামাযে অংশ গ্রহণ করেনি এবং তাদের ঘর-বাড়ী আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই।" (বুখারী-মুসলিম)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "একজন অন্ধ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এমন কেউ নেই যে আমাকে নিয়ে মসজিদে আসবে। কাজেই আমাকে বাড়ীতে নামায পড়ার অনুমতি দেওয়া হোক। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু যখন সে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, তখন তিনি তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি কি আযান শুনতে পাও? উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তোমাকে আহ্বানে সাড়া দিতেই হবে।"(মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি একজন মুসলমিরূপে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, তার কর্তব্য হল, আহ্বানিত নামাযসমূহকে জামাআ'ত সহকারে আদায় করা। কারণ,

আল্লাহ তোমাদের নবীর জন্য হিদায়েতের তরীকা নির্ণয় করে দিয়েছেন। তোমরা যদি ঐ ব্যক্তির ন্যায় বাড়ীতে নামায পড়ো, যে জামাআ'ত ত্যাগ ক'রে বাড়ীতে নামায পড়ে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর তরীকা ত্যাগকারী বিবেচিত হবে। আর যখনই তোমরা নবীর তরীকাকে ত্যাগ করবে, তখনই তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আর পাক্কা মুনাফেক ব্যতীত কেউ জামাআ'ত ত্যাগ করে না। এমনও মানুষ দেখা গেছে, যাকে দুই ব্যক্তির সাহায্যে আনা হয়েছে এবং কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। পুরুষদের জন্য জামা'আত সহকারে নামায পড়া ওয়াজিব।
২। জামাআত সহকারে নামায না পড়া মুনাফেকদের আলামত।

১১। জামাআ'তে নামায পড়ার ফযীলত

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "মানুষের জামাআ'ত সহকারে নামায পড়ার নেকী তার বাড়ীতে ও দোকানে পড়ার চেয়ে ২৫ গুণ বেশী। আর এটা এই জন্য যে, সে যখন সুন্দরভাবে অযূ ক'রে একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই মসজিদের দিকে অগ্রসর হয়, তখন প্রতিপদে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং পাপ মোচন হয়। তারপর নামায সমাপ্তির পর যতক্ষণ সে মসজিদে অবস্থান করে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতাগণ এইভাবে তার উপর রহমত বর্ষণের দুআ করতে থাকেন যে, হে আল্লাহ! তার উপর রহমত বর্ষণ কর! আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ মসজিদে নামাযের অপেক্ষায় থাকে, সে নামাযের মধ্যেই আছে বলে পরিগণিত হয়।" (বুখারী-মুসলিম)

আবূদ্দারদা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যে গ্রামে বা শহরে তিন ব্যক্তি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও

নামায প্রতিষ্ঠিত হয় না, তাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করে বসে, তাই তোমরা জামাআ'তকে আঁকড়ে ধর। কারণ পালচ্যুত ছাগলকেই বাঘ খেয়ে ফেলে।" (আবূ দাউদ)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন, "জামাতে নামায পড়ার ফযীলত একা পড়া থেকে ২৭গুণ বেশী।" (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। জামাআ'তে নামায পড়ার ফযীলত অনেক।

২। জামাআ'ত সহকারে নামায পড়া একা নামায পড়া থেকে উত্তম।

৩। জামাআ'ত সহকারে নামায আদায় না করা মানুষের উপর শয়তানের প্রভাব বিস্তার হওয়ার উপকরণ।

১২। ধীরস্থিরতা ও শান্তভাবে মসজিদে যাওয়া মুস্তাহাব

আবূ হুরাইরা-ﷺ-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "তোমরা যখন আযান শুনবে, তখন ধীরস্থির ও শান্তভাবে মসজিদে আসবে। কোনো তাড়াহুড়ো করবে না। যা পাবে পড়ে নিবে। আর যা ছুটে যাবে, তা পূরণ করে নিবে।" (বুখারী-মুসলিম)

আবূ ক্বাতাদা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাথে নামায রত অবস্থায় ছিলাম। হঠাৎ কোন কিছুর শব্দ শুনা গেলে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, তোমাদের ব্যাপার কি? উত্তরে সাহাবীরা বললেন, আমরা নামাযের জন্য তাড়াহুড়ো করছিলাম। তখন তিনি বললেন, এরকম করবে না। ধীরস্থিরতার সাথে নামাযে আসবে। যা পাবে পড়ে নিবে। আর যা ছুটে যাবে, তা পূরণ করে নিবে।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ধীরস্থিরতা ও শান্তভাবে মসজিদে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
২। রুকূ পাওয়ার জন্য হলেও তাড়াহুড়ো করা নিষেধ।

১৩। অগ্রীম নামাযে আসা ও তার জন্য অপেক্ষা করার ফযীলত

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "মানুষের জামাআ'ত সহকারে নামায পড়ার নেকী তার বাড়ীতে ও দোকানে পড়ার থেকে ২৫গুণ বেশী। কারণ সে যখন সুন্দরভাবে অযূ ক'রে একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই মসজিদে আসে, তখন তার প্রতিপদে মর্যাদা বৃদ্ধি পায় ও পাপ মোচন হয়। অতঃপর নামায শেষে যতক্ষণ সে মসজিদে অবস্থান করে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তার উপর রহমত বর্ষণের দুআ করতে থাকেন। আর যতক্ষণ সে নামাযের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ সে নামাযেই আছে বলে বিবেচিত হয়।" (বুখারী-মুসলিম)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "লোকেরা যদি আযান ও প্রথম কাতারের ফযীলত সম্পর্কে জানত, অতঃপর লটারী ব্যতীত যদি উক্ত ফযীলত অর্জনের কোন উপায় না পেত, তাহলে তারা অবশ্যই লটারী করত। আর আগেভাগে নামাযের যাওয়ার জন্য ফযীলত কি এ কথা যদি তারা জানত, তবে প্রতিযোগিতামূলকভাবে তাতে অংশ গ্রহণ করত। অনুরূপ তারা যদি এশা ও ফজরের নামাযের ফযীলত সম্পর্কে জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে শরীক হতো।" (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। আগেভাগে নামাযে আসার বড় ফযীলত।

২। নামাযের জন্য অপেক্ষা করার সাওয়াবও অনেক।

১৪। 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ'

আবূ ক্বাতাদা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বসার পূর্বে দু'রাকআ'ত নামায পড়ে নেয়।" (বুখারী, মুসলিম)

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর খুতবা চলাকালীন সুলাইক গাতফানী মসজিদে প্রবেশ ক'রে বসে পড়লে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, হে সুলাইক! সংক্ষিপ্তাকারে দু'রাকআ'ত নামায পড়ে নাও। অতঃপর বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই ইমামের খুতবা চলাকালীন আসবে, সে যেন দু'রাক-আ'ত নামায পড়ে নেয়।" (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মসজিদে প্রবেশ করে বসতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য দু'রাকআ'ত নামায পড়া মুস্তাহাব।

২। ইমামের খুতবা চলাকালীনও তা পড়া মুস্তাহাব।

১৫। প্রথম কাতারের ফযীলত

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যদি লোকেরা আযান ও প্রথম কাতারের ফযীলত সম্পর্কে জানত, অতঃপর লটারী ব্যতীত যদি উক্ত ফজিলত হাসেলের উপায় না পেত, তাহলে তারা অবশ্যই লটারী করত। অনুরূপ অগ্রীম নামাযের জন্য যাওয়ার ফযীলত সম্পর্কে জানত, তাহলে প্রতিযোগিতামূলকভাবে তাতে শরীক হত। আর এশা

ও ফজর নামাযের মধ্যে কি আছে যদি তারা জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে অংশ গ্রহণ করত।" (বুখারী-মুসলিম)

আবূ সাঈদ খুদরী-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-স্বীয় সাহাবীদের মাঝে (প্রথম কাতার থেকে) পিছিয়ে যাওয়া দেখে তাঁদেরকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, এগিয়ে এস, অতঃপর আমার অনুসরণ কর। আর যারা তোমাদের পরে আছে, তারা তোমাদের অনুকরণ করুক। (মনে রাখবে,) লোকে সর্বদা পিছিয়ে যেতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে (তাঁর করুণা দানে) পিছনে করে দেন।" (মুসলিম)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "পুরুষদের ক্ষেত্রে উত্তম কাতার হল, প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হল, শেষের কাতার। আর মহিলাদের ক্ষেত্রে উত্তম কাতার হল, শেষের কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হল, প্রথম কাতর।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। নামাযে প্রথম কাতারের বিরাট তাৎপর্য।

২। পুরুষদের জন্য উত্তম কাতার হল প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্ট হল শেষের কাতার।

৩। অব্যাহতভাবে প্রথম কাতার থেকে পিছনে থাকার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

১৬। কাতার সোজা করা

জাবির ইবনে সামুরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমরা কি ঐরূপ সারিবদ্ধ হবে না, যেরূপ ফেরেশতাগণ তাঁদের প্রভুর সামনে সারিবদ্ধ হোন? আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ফেরেশ-

তাগণ কিভাবে তাঁদের প্রভুর সামনে সারিবদ্ধ হোন? উত্তরে বললেন, তাঁরা আগে প্রথম সারিগুলো পূর্ণ করেন এবং সারিতে একে অপরের কাছে কাছে দাঁড়ান।" (মুসলিম)

আবূ মাসঊদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-নামাযে (কাতার বাঁধার সময়) আমাদের কাঁধে হাত বুলিয়ে বলতেন, তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, তোমরা পরস্পরের বিরোধিতা করো না; নচেৎ তোমাদের অন্তরে বিরোধ সৃষ্টি হবে। তোমাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী তারা যেন আমার নিকটবর্তী থাকে। তারপর যারা (যোগ্যতায়) তাদের কাছাকাছি হবে (তারা দাঁড়াবে)। তারপর যারা (যোগ্যতায়) এদের কাছাকাছি হবে (তারা দাঁড়াবে)।" (মুসলিম)

আনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলতেন, "তোমরা কাতার সোজা কর। কারণ, কাতার সোজা করা নামাযের পূর্ণতারই অংশ বিশেষ।" (মুসলিম)

নু'মান ইবনে বাশীর-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আমাদের কাতারগুলি এমনভাবে সোজা করতেন যেন তিনি এর দ্বারা তীর সোজা করেছেন। (তিনি তাতে প্রবৃত্ত থাকতেন) যতক্ষণ না তিনি জানতে পারতেন যে, আমরা তাঁর কথা বুঝে ফেলেছি। একদিন তিনি বাইরে এলেন (তারপর মুয়াযযিন) তাকবীর দিতে উদ্যত হচ্ছিল, এমন সময় একটি লোকের উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল, যার বুক কাতার থেকে আগে বেরিয়ে ছিল। তিনি বললেন, আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা নিজেদের কাতার সোজা করে নাও; নচেৎ তোমাদের মুখমণ্ডলের মধ্যে আল্লাহ বিভিন্নতা ও বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন।" (মুসলিম)

আনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, নবী করীম-ﷺ-বলতেন, "লাইন সোজা করে নাও! কারণ, আমি তোমাদেরকে আমার পিঠপিছেও দেখে থাকি। আমরা একে অপরের সাথে কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়াতাম।" (বুখারী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কাতার সোজা করা ওয়াজিব। কারণ, এব্যাপারে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-নির্দেশ দিয়েছেন এবং কাতারে যেন বক্রতা না রাখার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন।

২। কাতার সোজা না রাখা, মুসাল্লীদের অন্তরের বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যম।

৩। কাতার সোজা রাখা নামায পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমও।

১৭। জামাআত সহকারে ফজরের নামায আদায় করার ফযীলত

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "জামাআত সহকারে নামায আদায় করার নেকী তোমাদের মধ্যে যে একা পড়ে তার থেকে ২৫গুণ বেশী। আর ফজরের নামাযে রাত ও দিনের ফেরেশতাগণ উপস্থিত হোন। অতঃপর আবূ হুরাইরা বলেন, তোমাদের ইচ্ছা হয়ত, এই আয়াতটি পড়ো, 'নিশ্চয় ফজরের ক্বুরআন (নামায) পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।।" (অর্থাৎ, ফেরেশতারা উপস্থিত থাকেন) (বুখারী, মুসলিম)

আবূ হুরাইরা-ﷺথেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "মুনাফেক্বদের জন্য সব থেকে ভারী নামায হল, এশা এবং ফজরের নামায। কিন্তু তারা যদি এই দুই নামাযের ফযীলত সম্পর্কে জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে শরীক হত। আমার ইচ্ছা হয় নামায প্রতিষ্ঠিত করার নির্দেশ দিই। অতঃপর কাউকে ইমামতীর দায়িত্ব দিয়ে জ্বালানীসহ কিছু লোককে সাথে নিয়ে ঐ লোকদের নিকট যাই। যারা নামাযে উপস্থিত হয় না। অতঃপর আগুন দিয়ে তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী সমেত জ্বালিয়ে দেই।" (বুখারী-মুসলিম)

উসমান-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি জামাআ'ত সহকারে এশার নামায আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত কিয়াম করল, আর যে ফজরের নামায জামাআ'ত সহকারে আদায় করল, সে যেন পুরো রাত ইবাদত করল।" (মুসলিম)

জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলু-ল্লাহ-ﷺবলেছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের নামায (জামাআতে) পড়ল সে আল্লাহর জামানতে চলে এল। সুতরাং আল্লাহ যেন তোমাদের কাছে তার জামানতের কিছু দাবী না করেন। কারণ, যার কাছেই তিনি তাঁর জামানতের কিছু দাবী করবেন, তাকে পাকড়াও করবেন। অতঃপর তিনি তাকে উপুড় ক'রে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ফজরের নামাযের বড় ফযীলত তাতে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হোন।
২। ফজরের নামায মুনাফেক্বদের জন্য খুবই ভারী।
৩। যে ফজরের নামায জামাআতে আদায় করে, সে আল্লাহর দায়িত্বের চলে আসে।

১৮। আসরের নামাযর ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لله قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]

"তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হও; বিশেষ করে আসরের নামাযের প্রতি। আর আল্লাহর সম্মুখে বিনীতভাবে খাড়া হও।" (সূরা বাক্বারা ২৩৮)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "রাত ও দিনের ফেরেশতাগণ পালাক্রমে তোমাদের কাছে আসেন এবং তাঁরা ফজর ও আসরের নামাযে একত্রিত হোন। অতঃপর যাঁরা রাতে তোমাদের সাথে থাকেন তাঁরা আসমানে প্রত্যাগমন করেন। আর আল্লাহ তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন-তবে তিনি তাদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবহিত-আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় রেখে এলে? তখন তাঁরা বলেন, যখন তাদেরকে রেখে আসি, তখনও তারা নামাযরত ছিল। আর যখন তাদের নিকট পৌঁছেছিলাম তখনও তারা নামাযরত ছিল।" (বুখারী, মুসলিম)

জারির ইবনে আব্দুল্লাহ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট বসেছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমা রাত্রের চন্দ্রের দিকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, "শুনো, তোমরা যেভাবে এই চাঁদকে দেখছো, ঠিক এইভাবেই তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। তাই যদি সম্ভব হয় যে, কোনো কিছুই যেন তোমাদেরকে সূর্যোদয়ের ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামায থেকে উদাসীন করে রাখতে না পারে, তাহলে তাই করো। অতঃপর জারির এই আয়াতটি পাঠ করেন, (যার অর্থঃ এবং তোমার প্রভুর প্রশংসা সহ তাঁর তাসবীহ করো সূর্যোদয়ের পূর্বে ও অস্ত যাওয়ার পূর্বে)।" (বুখারী-মুসলিম)

আবূ মূসা আশআরী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফজর ও আসরের নামায আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (বুখারী, মুসলিম)

বুরায়দা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি আসরের নামায ত্যাগ করল, তার আমল নষ্ট হয়ে গেল।" (বুখারী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। আসর নামাযের বড় ফযীলত রয়েছে।

২। আসর নামাযের যত্ন নেওয়া জান্নাতে প্রবেশ হওয়ার উপকরণ।

৩। আসর নামায ত্যাগকারীর জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

১৯। রাতের কিয়াম (১)

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [السجدة:١٦]

"তারা শয্যা ত্যাগ ক'রে আকাঙ্ক্ষা ও আশঙ্কার সাথে তাদের প্রতিপালককে ডাকে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী প্রদান করেছি, তা হতে তারা দান করে।" (সূরা সাজদা ১৬) তিনি আরো বলেন,

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ*وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الذاريات :١٧-١٨]

"তারা রাত্রির সামান্য অংশই নিদ্রায় অতিবাহিত করত। রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।" (সূরা যারিয়াত ১৭-১৮)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "রমযান মাসের পর সব থেকে উত্তম রোযা হচ্ছে আল্লাহর মুহাররাম মাসের রোযা। আর ফরয নামাযের পর উত্তম নামায হল, রাতের নামায।" (মুসলিম)

আবূ সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে জাগিয়ে উভয়ে মিলে দু'রাক'আত নামায

আদায় করে, তখন তাদের নাম আল্লাহকে খুব বেশী বেশী স্মরণকারী ও স্মরণকারিণীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়।" (আবূ দাউদ)

আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের গর্দানে শয়নকালীন তিনটে গিরা বাঁধে। আর প্রত্যেক গিরা বাঁধার সময় বলে, তোমার জন্য রাত অতি লম্বা শুয়ে থাক। অতঃপর যখন সে জেগে উঠে আল্লাহর নাম নেয়, তখন একটি গিরা খুলে যায়। তারপর যখন সে ওযূ করে, আরো একটি গিরা খুলে যায়। এরপর যদি নামায আদায় করে, তাহলে সমস্ত বাঁধন খুলে যায় এবং সে চাঙ্গা হয়ে সুন্দর মন নিয়ে প্রভাতে উপনীত হয়, অন্যথায় অলস ও খবীস মন নিয়ে প্রভাত করে।" (বুখারী, মুসলিম)

জাবের-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "রাতের মধ্যে এমন একটি সময় রয়েছে যে, সেই সময় যদি কোনো মুসলিম আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের কোনো কল্যাণ কামনা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে তা দান করেন। আর এ সময়টা প্রত্যেক রাতেই থাকে।" (মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। রাতে উঠে নামায পড়ার বিরাট ফযীলত রয়েছে।
২। এতে বক্ষ প্রশস্ত ও মন চাঙ্গা হয়।

২০। তারাবীর নামায(২)

আয়েশা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-রমযানে ও অন্য মাসে ১১ রাকআ'তের বেশী নামায পড়তেন না। প্রথমে তিনি চার রাকাত নামায আদায় করতেন। তাঁর (নামায) দীর্ঘ হওয়া ও সর্বাঙ্গীন

সুন্দর হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। (এত দীর্ঘ ও সুন্দরভাবে পড়তেন যে তা প্রশ্নাতীত) পরে তিনি আরো চার রাকআ'ত আদায় করতেন। এরও সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও দীর্ঘ হওয়া সম্পর্কে কিছু জানতে চেয়ো না। এরপর তিনি তিন রাকআত নামায আদায় করতেন। আয়েশা বর্ণনা করেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বিতর আদায়ের পূর্বে ঘুমান? উত্তরে তিনি বললেন, হে আয়েশা! আমার চোখ দু'টি ঘুমায়, কিন্তু অন্তর ঘুমায় না।" (বুখারী-মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাকে বললেন, আল্লাহর নিকট সব থেকে পছন্দনীয় নামায হল, দাউদ-عليه السلام-এর নামায এবং সব থেকে পছন্দনীয় রোযা হল, দাউদ-عليه السلام-এর রোযা। তিনি অর্ধেক রাত ঘুমাতেন এবং রাতের এক তৃতীয়াংশ নামায পড়তেন। পুনরায় এক ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। আর এক দিন পর পর রোযা রাখতেন।" (বুখারী)

ইবনে উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলকে-ﷺ-রাতের নামায পড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন, "রাতের নামায দুই রাকআ'ত দুই রাকআ'ত করে। তবে যদি কেউ প্রভাত হওয়াকে ভয় করে, তাহলে সে এক রাকআ'ত মিলিয়ে বেজোড় বানিয়ে নেবে।" (বুখারী-মুসলিম)

আয়েশা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যখন রাতে উঠতেন, তখন (আগে) সংক্ষিপ্তাকারে দু'রাকআ'ত পড়ে তাঁর নামায আরম্ভ করতেন।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। রাতের নামায দুই রাকআ'ত দুই রাকআ'ত করে আদায় করতে হয়।

২। সুন্নাত অনুযায়ী সঠিক তারাবীর সংখ্যা হল, ১১ রাকআ'ত।

৩। রাতের তৃতীয় প্রহরে উঠে ইবাদত করার বড় ফজিলত।

৪। রাতের নামায প্রথম দুই রাকআ'ত হালকা ক'রে রাতের নামায আরম্ভ করা মুস্তাহাব।

২১। নফল নামাযের বিধান

বাহনে নামায পড়

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বাহনের উপর নামায পড়তেন, তাতে তার মুখ যেদিকেই থাকুক না কেন। আর তার পিঠে সাওয়ার রত অবস্থায় বিতরের নামাযও পড়তেন। তবে ফরয নামায বাহনের পিঠে পড়তেন না।" (বুখারী)

আমের ইবনে-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বাহনের উপর নামায পড়া অবস্থায় দেখেছি। আর তখন বাহনের মুখ এদিক ওদিক হত। তিনি ইশারায় নামায পড়ছিলেন। তবে ফরয নামায তিনি এইভাবে পড়তেন না। (বুখারী-মুসলিম)

নফল নামায বসে পড়া জায়েয

আয়েশা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আমার ঘরে যোহরের পূর্বে চার রাকআ'ত পড়তেন। অতঃপর বাড়ী থেকে বের হয়ে যেতেন এবং লোকদের নামায পড়াতেন। তারপর বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে দু'রাকআত' পড়তেন। আর তিনি লোকদের মাগরিবের

নামায পড়িয়ে বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে দুরাকআ'ত পড়তেন। তারপর লোক -দেরকে এশার নামায পড়িয়ে আমার বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে দু'রাকআ'ত পড়তেন। আর তিনি রাতে বিতর সহ নয় রাকআ'ত পড়তেন। কখনো তিনি রাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন, আবার কখনো দীর্ঘক্ষণ বসে নামায পড়তেন। আর যখন তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন, তখন তিনি রুকূ-সাজদাও দাঁড়িয়ে করতেন। আর যখন বসে নামায পড়তেন, তখন রুকূ-সাজদাও বসে করতেন। তিনি ফজর উদিত হওয়ার পর দু'রাকআ'ত পড়তেন।" (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "বসে নামায পড়ার নেকী দাঁড়িয়ে পড়ার অর্ধেক।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। সাওয়ারী ইত্যাদিতে বসে নামায পড়া জায়েয। তাতে তার মুখ যেদিকেই হোক না কেন।
২। নফল নামায বসে পড়া জায়েয।
৩। বসে নামায আদায়কারীর নেকী দাঁড়িয়ে আদায়কারীর অর্ধেক।

২২। জুমআর দিনের ফজিলত

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "পৃথিবীর সব থেকে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ দিন জুমআর দিন। এই দিনেই আদম-عليه السلام-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, আবার এই দিনেই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এই দিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে।" (মুসলিম)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অযূ ক'রে জুমআর নামায পড়তে আসে এবং

নিঃশব্দে মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনে, মহান আল্লাহ দুই জুমআর মধ্যবর্তী দিনগুলিসহ অধিক আরো তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করে দেন। আর যে ব্যক্তি কাঁকর স্পর্শ করল, সে অনর্থক কাজ করল।" (মুসলিম)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমআ থেকে দ্বিতীয় জুমআ এবং এক রমযান থেকে দ্বিতীয় রমযান মধ্যবর্তী সমস্ত দিনগুলির গুনাহ মোচন করে দেয়, যদি কাবীরাহ গুনাহ ত্যাগ করে থাকে।" (মুসলিম)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-একদিন জুমআর দিনের উল্লেখ ক'রে বললেন, এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যে, সেই মুহূর্তেটায় যদি কোন মুসলিম বান্দা দাঁড়িয়ে আল্লাহর নিকট কিছু চায়, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা দান করবেন। এবং তিনি হাত দ্বারা সেই মুহূর্তেটার সংক্ষিপ্ততার দিকে ইঙ্গিত করলেন।" (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। সাপ্তাহিক দিনের শ্রেষ্ঠ দিন হলো জুমআর দিন।
২। জুমাআর দিনের এত ফযীলত যে তা গুনাহ ক্ষমা হওয়ার মাধ্যম।
৩। এই দিনে এমন একটি সময় রয়েছে যে, সেই সময় কোন মুসলিম আল্লাহর নিকট দুআ করলে, আল্লাহ তার দুআ কবুল করেন।

২৩। আগেভাগে জুমআর দিনে আসার ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة:٩]

"হে ঈমানদারগণ! জুমুআর দিনে যখন নামাযের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের জন্য ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।" (সূরা জুমুআ ৯)

আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে গোসল ক'রে সর্ব প্রথম জুমআর জন্য অগ্রসর হল, সে যেন একটি উট কোরবানী করল, দ্বিতীয়ক্ষণে যে গমন করল, সে যেন একটি গাভী কোরবানী করল, তৃতীয়ক্ষণে যে অগ্রসর হল, সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কোরবানী করল, চতুর্থক্ষণে যে গেল, সে যেন একটি মুরগী সাদক্বা করল, পঞ্চমক্ষণে যে গমন করল, সে যেন (আল্লাহর পথে) একটি ডিম দান করল। এরপর ইমাম যখন (খুৎবার জন্য) বের হোন, ফেরেশতাগণ যিকির শোনার জন্য উপস্থিত হোন।" (বুখারী-মুসলিম)

ইবনে উমার থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, জাতি যেন জুমআ ত্যাগ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকে, অন্যথায় আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেবেন। অতঃপর তারা গাফেল প্রকৃতি মানুষের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। আযান শুনে জুমআর জন্য যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২। জুমআর দিনে আগেভাগে যাওয়ার বড় ফযীলত।

৩। জুমআ ত্যাগ করা থেকে সতর্ককরণ। কারণ, এটা অন্তরে মোহরাঙ্কনের উপকরণ।

২৪। জুমআর সুন্নাত ও আদব

আবূ সাঈদ খুদরী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা কাহাফ পাঠ করবে, তার জন্য দুই জুমআর মধ্যবর্তী দিনগুলিতে একটি জ্যোতি প্রজ্বলিত থাকবে।" (হাকিম,বায়হাকী)

আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনে, জুমআর দিনে খুৎবা চলাকালীন এক ব্যক্তি মানুষের ঘাড় চিরে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাকে বললেন, "বসে যাও, তুমি মানুষকে কষ্ট দিয়েছ এবং আসতে বিলম্ব করেছ।" (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তুমি যদি খুৎবা চলাকালীন তোমার পাশের সাথীকে বল, চুপ কর, তাহলে তুমি একটি অনর্থক কাজ সম্পাদনকারী বিবেচিত হবে।" (বুখারী-মুসলিম)

আউস ইবনে আউস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমাদের দিনসমূহের উত্তম দিন হল, জুমআর দিন। অতএব, এই দিনে খুব বেশী বেশী আমার উপর দরূদ পাঠ কর। কারণ, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়। সাহাবাহগণ জিজ্ঞাসা করলেন, যখন আপনি জরাজীর্ণ হয়ে যাবেন, তখন আমাদের দরূদ কিভাবে আপনার উপর পেশ করা হবে? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা মাটির জন্য নবীদের শরীর হারাম করে দিয়েছেন।" (আবূ দাউদ)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। জুমআর নামাযের জন্য তাড়াতাড়ি যাওয়া মুস্তাহাব।

২। খুৎবার সময় চুপ থাকা ওয়াজিব।

৩। জুমআর দিনে সূরা কাহাফের তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব।

৪। জুমআর দিন খুব বেশী বেশী নবীর উপর দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব।

২৫। ঈদের নামাযের বিধান

আনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-ঈদুল ফিতরের দিন কয়েকটা খেজুর না খেয়ে যেতেন না।" (বুখারী) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, "তিনি বিজোড় খেজুর খেতেন।"

বুরায়দা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-ঈদুল ফিতরের দিন কিছু না খেয়ে বের হতেন না। আর ঈদুল আযহার দিন নামায না পড়ে কিছু খেতেন না।" (তিরমিজী)

ইবনে উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আবূ বাকার ও উমার খুৎবার পূর্বে ঈদের নামায আদায় করতেন।" (বুখারী-মুসলিম)

জাবের ইবনে সামুরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাথে উভয় ঈদের নামায একাধিকবার পড়েছি। তাতে কোনো আযান ও ইকামত ছিল না।" (মুসলিম)

আবূ সাঈদ খুদরী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম-ﷺ-ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহ অভিমুখে রওনা হয়ে সর্ব প্রথম যে কাজটি তিনি করতেন, সেটি হত, নামায আদায় করা। নামায শেষে মানুষের দিকে সম্মুখ করে দাঁড়াতেন-এ অবস্থায় মানুষেরা তাদের কাতারের মধ্যেই থাকত-এবং তাদেরকে নসীহত ও উপদেশ প্রদান করতেন।" বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মুসাল্লী ঈদুল ফিতরের দিন কিছু খেজুর না খেয়ে নামাযের জন্য বের হবে না, এটা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

২। পক্ষান্তরে ঈদুল আযহার দিন কিছু না খেয়ে যাওয়াই সুন্নাত।
৩। ঈদের নামাযের জন্য কোনো আযান ও ইকামত নেই।

২৫। ঈদের নামায

ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-ঈদের দিনে দুই রাকআ'ত নামায পড়েছেন। এর পূর্বে ও পরে কিছুই পড়েননি।" (বুখারী-মুসলিম)

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, "রাসূলুল্লাহ-ﷺ-ইদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার প্রথম রাকআ'তে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকতে পাঁচ তকবীর দিতেন।" (আবূ দাউদ)

আবূ ওয়াক্বিদ লায়সী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযে 'সূরা ক্বাফ ও সূরা ক্বামার' পড়তেন।" মুসলিম)

ঈদের খুৎবা

ইবনে উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামায পড়ার পর খুৎবা দিতেন।" বুখারী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ঈদের নামায আদায় করা শরীয়তী বিধান।
২। ঈদের নামাযের সংখ্যা হল, দুরাকআ'ত। প্রথম রাকআতে হবে সাত তকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তকবীর।
৩। ঈদের নামাযে সূরা 'ক্বাফ' ও সূরা 'ক্বামার' তেলাওয়াত করা সুন্নাত।
৪। ঈদের খুৎবা নামাযের পরে হবে।

২৬। ঈদের নামায

জাবের-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈদের দিন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-রাস্তা পরিবর্তন করতেন।" (বুখারী)

উম্মে আত্বিয়াহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন যে, আমরা যেন ক্রীতদাসী, হায়েযজনিতা মহিলা ও সাবালিকা মেয়েদেরকেও ঈদগাহে নিয়ে যাই। ঋতুজনিতা মহিলারা নামায থেকে পৃথক থেকে কল্যাণ ও মুসলিমদের দুআতে শরীক হবে। উম্মে আত্বিয়াহ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে যাদের চাদর নেই, তারা কি করবে? উত্তরে বললেন, "কোনো বোন তার নিজের চাদর তাকে দিবে।" (বুখারী, মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ঈদের নামাযের জন্য এক রাস্তায় যাওয়া এবং অন্য রাস্তায় ফিরা মুস্তাহাব।

২। পর্দা বজায় রেখে ঈদের নামাযে মহিলাদের বের হওয়া মুস্তাহাব।

২৭। ক্বুরবানী

আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى ﴾ [الحج:٣٧]

"আল্লাহর কাছে কখনোও ওগুলির (ক্বুরবানীর) মাংস পৌঁছে না এবং রক্তও না; বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া।" (হাজ্জ ৩৭)

আনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-শিং বিশিষ্ট দু'টি মোটা-তাজা দুম্বা ক্বুরবানী দিয়ে ছিলেন। তাদের ললাটে পা রেখে তকবীর পাঠ ক'রে নিজ হাতে তা জবাই করেছিলেন।" (মুসলিম)

আবূ বুরায়দা-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, সে নামাযের পূর্বেই ক্বুরবানী করে ফললে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেন, "এতে কেবল গোশত খাওয়াই হবে। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট ছাগলের ছয় মাসের একটি বাচ্চা রয়েছে? রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, ওটাই ক্বুরবানী কর তবে ওটা তুমি ছাড়া অন্য কারো জন্য জায়েয হবে না। অতঃপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নামাযের পূর্বে ক্বুরবানী করে, সে তার নিজের জন্য তা করে। আর যে ব্যক্তি নামাযের পরে ক্বুরবানী করে, তারই ক্বুরবানী পূর্ণ হয় এবং মুসলিমদের সঠিক তরীকা অনুযায়ী তার ক্বুরবানী হয়।" (মুসলিম)

জাবের থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমরা 'মুসিন্না' (উট পাঁচ বছরের, গরু দুই বছরের, ছাগল এক বছরের) পশুই ক্বুরবানী দেবে কিন্তু তা যদি না পাও, তাহলে ছয় মাসের ভেঁড়ার বাচ্চা জবাই করতে পারবে।" (মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ক্বুরবানী করা ধর্মীয় বিধান।
২। ক্বুরবানীর পশু নিজ হাতে জবাই করা মুস্তাহাব।
৩। ক্বুরবানী নামাযের পরেই করতে হবে।

২৮। সূর্য গ্রহণের নামায

আবূ বাকরা-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট বসে আছি। এমতাবস্থায় সূর্যে গ্রহণ লাগলে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-স্বীয় চাদর ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে মসজিদে প্রবেশ করেন, আমরাও প্রবেশ করলাম। অতঃপর সূর্য পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে দু'রাকআ'ত নামায পড়ান। অতঃপর বলেন, অবশ্যই সূর্যে ও চন্দ্রে কারো মৃত্যুর

কারণে গ্রহণ লাগে না। তাই তোমরা যখন গ্রহণ লাগতে দেখবে, তখন তোমাদের উপর আপতিত এ অবস্থা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়বে এবং দুআ করতে থাকবে।" (বুখারী)

আয়েশা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর যুগে সূর্যে গ্রহণ লাগলে, তিনি লোকদের নামায পড়ান। প্রথমে খুব লম্বা কিয়াম করেন। অতঃপর দীর্ঘক্ষণ রুকূ করেন। অতঃপর খুব লম্বা কিয়াম করেন। তবে সেটা প্রথম কিয়ামের থেকে কিছু কম। অতঃপর দীর্ঘক্ষণ রুকূ করেন। তবে তা প্রথম রুকূ থেকে কিছু হালকা। তারপর খুব লম্বা সেজদা করেন। অতঃপর প্রথম রাকআতে কৃত সবকিছু দ্বিতীয় রাকআতেও অনুরূপ করেন। অতঃপর নামায শেষ করেন। আর তখন সূর্য পরিষ্কার হয়ে গেছিল। এরপর লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ পরিবেশন করেন। প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণাগুণ বর্ণনা ক'রে বলেন, নিশ্চয় চন্দ্র ও সূর্য মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহের এমন দু'টি নিদর্শন, যাতে কারো জীবন ও মরণের কারণে গ্রহণ লাগে না। তাই যখন তোমরা গ্রহণ লাগতে দেখবে, তখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে, তাঁর বড়ত্ব বয়ান করবে এবং নামায পড়বে ও সাদক্বা করবে। হে উম্মাতে মুহাম্মাদ! আমি যা জানি, তোমরাও যদি তা জানতে, তাহলে হাসতে কম, কাঁদতে বেশী।" (বুখারী)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর যুগে সূর্যে গ্রহণ লাগত, তখন এই ঘোষণা দেওয়া হতো যে, নামায প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।" বুখারী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। চন্দ্রে ও সূর্যে গ্রহণ লাগলে, তার জন্য নামায আদায় করা মুস্তাহাব।

২। তার জন্য 'আসসালাতো জামেউন' বলে ঘোষণা দিতে হবে।
৩। সূর্য গ্রহণের নামায দুই রাকআত। এ নামায সুদীর্ঘ হবে এবং প্রত্যেক রাকআতে দু'টি করে রুকু হবে।
৪। নামায শেষে লোকদেরকে ইমামের নসীহত করা মুস্তাহাব।

৩৯। বৃষ্টি কামনা করা

জুমআর খুৎবায় বৃষ্টি কামনা করা

আনাস ইবনে মালিক-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি জুমআর দিন যখন রাসূসুল্লাহ-ﷺ-দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছিলেন, মিম্বারের সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশ ক'রে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! জীব-জন্তু বিনাশ হয়ে গেল, রাস্তা-ঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, অতএব আল্লাহর নিকট দুআ, করুন যেন তিনি আমাদের জন্য বৃষ্টি দেন। তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন ক'রে বলতে লাগলেন,

((اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا))

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দাও! হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দাও! হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দাও!" আনাস-ﷺ-বলেন, আল্লাহর শপথ! আকাশে মেঘ-বাদল বলতে কোন কিছুই ছিল না। আর আমাদের ও সিলআর মধ্যে কোনো বাড়ি-ঘর ছিল না। হঠাৎ সিলআ স্থানের পিছন থেকে ঢালাকার মেঘের আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর মধ্যাকাশে গিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তারপর বৃষ্টি হতে অরম্ভ হয়। আনাস-ﷺ-বলেন, আল্লাহর শপথ! ছয় দিন পর্যন্ত আমরা সূর্য দেখতে পাইনি। অতঃপর দ্বিতীয় জুমআয় খুৎবা চলাকালীন উক্ত দরজা দিয়ে এক ব্যক্তি

প্রবেশ ক'রে রাসূলের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, হে আল্লাহর রাসূল! মাল-ধন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, রাস্তা-ঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। অতএব আল্লাহর নিকট দুআ করুন, তিনি যেন বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন ক'রে বলতে লাগলেন, "হে আল্লাহ! আমাদের থেকে এবার বৃষ্টি সরিয়ে নাও। আমাদের উপর আর বৃষ্টি বর্ষণ করো না। হে আল্লাহ! টিলায়, ঝোপে-ঝাড়ে, পাহাড়ে-পর্বতে, উপত্যকায় ও বৃক্ষস্থলে বৃষ্টি বর্ষণ কর। আনাস বলেন, এরপর বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায় এবং আমরা মসজিদ থেকে বের হয়ে রোদ্রের মধ্যে চলতে লাগি। (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদসের নির্দেশনাবলী

১। হাদীসটির মধ্যে রাসূলের নবূওয়াতী নিদর্শনসমূহের একটি নিদর্শন পাওয়া যায়।

২। খুৎবা চলাকালীন বৃষ্টি কামনা করা শরীয়ত সম্মত।

৩। অতি বৃষ্টিতে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা বন্ধের জন্য আল্লাহর নিকট দরখাস্ত পেশ করা বৈধ।

৩০। ইস্তিসক্কার নামায

আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে ইস্তিসক্কার নামায পড়তে দেখেছি। তিনি ক্বেবলা মুখি হয়ে চাদর পরিবর্তন করেন। অতঃপর উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত ক'রে দু'রাকআত নামায আদায় করেন।" বুখারী-মুসলিম)

আয়েশা (রাঃ)-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা আল্লাহর রাসূলের নিকট অনাবৃষ্টির অভিযোগ করলে তিনি ঈদের মাঠে মিম্বার রাখতে

নির্দেশ দেন এবং লোকদের নিয়ে একদিন সেখানে যাওয়ার ওয়াদা করেন। আয়েশা বলেন, সূর্য খুব উঠে গেলে তিনি বের হোন। অতঃপর মিম্বারে বসে তকবীর পাঠ করেন ও আল্লাহর প্রশংসা করেন। তারপর বলেন,

((الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ))

“সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। যিনি অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু। বিচার দিনের মালিক। আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেন। হে আল্লাহ! তুমিই আল্লাহ। তুমি ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই। তুমি মুখাপেক্ষীহীন, আর আমরা (তোমার) মুখাপেক্ষী। আমাদেরকে বৃষ্টি দাও! আর যে বৃষ্টি আমাদেরকে দিবে, তা যেন উপকারী ও যথেষ্ট হয়।” অতঃপর স্বীয় হস্তদ্বয় এতটা উত্তোলন করেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রকাশিত হয়ে যায়। তারপর মানুষের দিকে পিঠ করে হাত দু’টি উঠাবস্থাতেই চাদর পরিবর্তন করেন। অতঃপর মানুষের দিকে সম্মুখ ক’রে মিম্বার থেকে অবতরণ করেন ও দু’রাকআত নামায আদায় করেন। অতঃপর আল্লাহ তেঘমালা সৃষ্টি করে দেন যা আল্লাহর অনুমতিক্রমে খুব গর্জন চমক সহকারে বৃষ্টি বর্ষণ করে। আর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর মসজিদে পৌঁছার আগেই সর্বত্র পানির স্রোত আরম্ভ হয়ে যায়। লোকেরা তাড়াতাড়ি বৃষ্টি থেকে বাঁচার আশ্রয় খুঁজতে লাগে, যা দেখে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এমনভাবে হেসে পড়েন যে, তাঁর পেষক দাঁত প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তারপর তিনি

বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপর শক্তিশালী এবং আমি তাঁর বান্দা ও রাসূল।" (আবূ দাউদ)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন বৃষ্টি কামনা করার জন্য রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বের হোন। তারপর বিনা আযান ও ইক্বামতে আমাদেরকে দু'রাকআত নামায পাড়ান। নামায শেষে আমাদের উদ্দেশ্যে খুৎবা প্রদান করেন। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন। এবং ক্বেবলা মুখী হয়ে হস্তদ্বয় উত্তোলন ক'রে চাদর পরিবর্তন করেন। ডান দিকের অংশ বাম দিকে রাখেন। আর বাম দিকের অংশ ডান দিকে রাখেন। (ইবনে মাজাহ)

ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-উষ্কখুষ্ক, নম্র ও অতি বিনয় সহকারে (বৃষ্টি চাওয়ার জন্য) বাড়ী থেকে বের হতেন।" (তিরমিজী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। খুৎবা সহ দুই রাকআত ইস্তিসক্বার নামায আদায় করা মুস্তাহাব।
২। ইস্তিসক্বার নামাযের পর চাদর পরিবর্তন করা মুস্তাহাব।
৩। নামাযের আগে ও পরে খুৎবা দেওয়া জায়েয।
৪। আল্লাহর জন্য বিনয় ও নম্রতা সহকারে বের হওয়া ভাল।

৩১। বৃষ্টি সম্পর্কীয় কতিপয় বিধান

১। অমুক নক্ষত্রের ফলে বৃষ্টি হল বলা হারাম

যায়েদ ইবনে খালিদ জোহনী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হুদাইবিয়্যার রাতে বৃষ্টি হলে ফজরের নামায পর নবী করীম-ﷺ-সকলের দিকে সম্মুখ ক'রে বসে বললেন, "তোমরা জান কি তোমাদের প্রতিপালক

কি বলেছেন?" সকলে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। বললেন, "তিনি বললেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কিছু মু'মিন হয়ে ও কিছু কাফের হয়ে প্রভাত করেছে। যে ব্যক্তি বলেছে যে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ায় আমাদের উপর বৃষ্টি হয়েছে, সে তো আমার প্রতি মু'মিন (বিশ্বাসী) ও নক্ষত্রের প্রতি কাফের। কিন্তু যে ব্যক্তি বলেছে যে, অমুক নক্ষত্রের ফলে আমাদের উপর বৃষ্টি হয়েছে, সে তো আমার প্রতি কাফের এবং নক্ষত্রের প্রতি মু'মিন (বিশ্বাসী)।" (বুখারী)

আয়েশা-রাযিয়াল্লাহু আনহু-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যখন বৃষ্টি হতে দেখতেন, তখন বলতেন, (اللَّهُمَّ صَيِّباً نَافِعًا) "হে আল্লাহ! মুষল-ধারায়উপকারী বৃষ্টি বর্ষাও।" (বুখারী)

২। বৃষ্টি কখন হবে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না

ইবনে উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "অদৃশ্যের চাবী পাঁচটি, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। কেউ জানে না কাল কি হবে। মায়ের পেটে কি সন্তান তাও কেউ জানে না। কাল কে কি করবে তাও কেউ জানে না। কোন প্রাণী জানে না যে, তাকে কোথায় মৃত্যু বরণ করতে হবে। আর কেউ জানে না বৃষ্টি কখন হবে।" (বুখারী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। অমুক নক্ষত্রের ফলে বৃষ্টি হয়েছে বলা হারাম। বলতে হবে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ায় বৃষ্টি হয়েছে।

২। বৃষ্টি হতে দেখে (صيبا نافعا) 'সাইয়িবান নাফিআ' বলা মুস্তাহাব।

৩। বৃষ্টি হওয়া অদৃশ্য সংক্রান্ত বিষয় যা নিখুঁত ও নির্দিষ্টভাবে শুধু আল্লাহই জানেন।

৩২। ইসতিখারার (কল্যাণ কামনার) নামায

জাবির-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আমাদেরকে ইসতিখারা (কল্যাণ কামনার) দুআ শিক্ষা দিতেন, যেমনভাবে আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেন, "যখন তোমাদের কেউ কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইচ্ছা করে, তখন সে যেন দু'রাকআ'ত নফল নামায পড়ে। অতঃপর এই দুআ পাঠ করে,

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ))

"আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বি-ইলমিকা অ আস্তাক্বদিরুকা বি ক্বুদ রাতিকা অ আসআলুকা মিন ফাযলিকাল আযীম, ফা ইন্নাকা তাক্বদিরু অলা-আক্বদির অতা'লামু অল-আ'লামু অ আন্তা আল্লামুল গুয়ূব। আল্লা-হুম্মা ইন কুন্তা তালামু আন্না হা-যাল আমরা খাইরুল লী ফী দীনী অ মাআ'শী অ আ'ক্বিবাতি আমরী, ফাক্বদুরহু লী, অ ইয়াসসিরহু লী, ষুম্মা বা-রিক লী ফীহ। অ ইন কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা শারুল লী ফী দীনী অ মাআ'শী অ আ'-ক্বিবাতি আমরী, ফাস্বরিফহু আন্নী অস্বরিফনী আনহু, অক্বদুর লিয়াল খাইরা হাইষু কা-না ষুম্মা আরযিন্নী বিহ"

"হে আল্লাহ! আমি তোমার জ্ঞানের অসীলায় তোমার নিকট কল্যাণ কামনা করছি। তোমার কুদরতের অসীলায় তোমার নিকট শক্তি কামনা করছি। এবং তোমার মহান অনুগ্রহের প্রার্থনা করছি। কেননা তুমি শক্তিশালী আমি শক্তিহীন। তুমি জ্ঞানী আর আমি অজ্ঞ। তুমি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। হে আল্লাহ! এই কাজটি তোমার জ্ঞান মুতাবেক যদি আমার দ্বীন আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে ইহলোক ও পরলোকের জন্য কল্যাণকর হয় তবে তা আমার জন্য নির্ধারিত করো এবং তাকে আমার জন্য সহজলব্ধ করে দাও। তারপর তাতে আমার জন্য বরকত দাও। পক্ষান্তরে এই কাজটি তোমার জ্ঞান মুতাবিক যদি আমার দ্বীন আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে ইহলোকের ও পরলোকের জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে তুমি তা আমর নিকট হতে দূরে সরিয়ে রাখ। আর যেখানেই কল্যাণ থাকুক আমার জন্য সে কল্যাণ নির্ধারিত করে দাও। অতঃপর তাতেই আমাকে পরিতুষ্ট রাখ। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেন, শেষে কাজ বা বিষয়টি শব্দযোগে অথবা মনে মনে উল্লেখ করবে।" (বুখারী)

উক্ত হাদীসটির নির্দেশনাবলী

১। যখন কোনো মুসলিম এমন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইচ্ছা করবে, যার পরিণতি সম্পর্কে সে জানে না, তখন ইস্তিখারার নামায আদায় করা মুস্তাহাব।

২। প্রত্যেক বিষয়েই এ নামায পড়া যায়। আর কাজের পরিকল্পনার আগেই তা পড়তে হয়।

৩৩। এতীমদের দেখাশুনা করার ফযীলত

আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴾ [الضُّحى:٩]

"অতএব তুমি এতীমদের প্রতি কঠোরতা হয়ো না।" (সূরা যুহা ৯) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ [الدهر:٨]

"আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীকে অন্নদান করে।" (সূরা দাহার ৮)

সাহল ইবনে সাআদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ- বলেছেন, "আমি ও এতীমদের দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণকারী জান্নাতে এতটা নিকটে থাকব। তারপর তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের দিকে ইঙ্গিত করলেন। আর উভয় আঙ্গুলকে ফাঁক করেন।" (বুখারী)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ- বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজের অথবা অপরের এতীমের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, সে এবং আমি জান্নাতে এতটা ব্যবধানে থাকব। বর্ণনাকারী তার তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের দিকে ইঙ্গিত ক'রে দেখালেন।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। এতীমের দেখাশুনা করার অনেক ফযীলত বিধায় তার প্রতি সকলকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

২। এটা জান্নাতে প্রবেশ ও মর্যাদা বৃদ্ধির উপকরণ।

৩। এতীম কোন নিকট আত্মীয় হলেও এ মর্যাদা পাওয়া যাবে।

৩৪। এতীমের মাল ভক্ষণ করার কঠিন পরিণতি

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء:١٠]

"নিশ্চয় যারা পিতৃহীনদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা আসলে নিজেদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে। আর অচিরেই তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।" (সূরা নিসা ১০)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমরা ধ্বংসকারী সাতটি বস্তু থেকে বাঁচ। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই সাতটি জিনিস কি কি? তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে শির্ক করা, আল্লাহর হারামকৃত কোন প্রাণীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পালয়ন করা এবং সতী-সাধ্বী উদাসীনা মু'মিন নারীদের চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করা।" (বুখারী, মুসলিম)

খুয়াইলাদ ইবনে উমার খুজায়ী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "হে আল্লাহ! আমি দুই দুর্বল শ্রেণীর অধিকারের অত্যধিক মূল্য দিয়ে থাকি। এতীমের এবং নারীর।" (নাসায়ী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। অন্যায়ভাবে এতীমের মাল হরণ করার প্রতি বড় ভয়-ভীতি প্রদর্শিত হয়েছে।

২। এতীমের মাল খাওয়া বা হরণ করা ধ্বংসকারী মহাপাপ।

৩৫। মানুষ তারই সাথে থাকবে, যাকে সে ভালবাসে

আনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, এক মরুবাসী আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাসা করল, কিয়ামত কখন কায়েম হবে? তিনি উত্তরে বললেন, "কিয়ামতের জন্য তুমি কি প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছো? সে বলল, (কিয়ামতের জন্য) আমার প্রস্তুতি হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা। তিনি বললেন, "মানুষ তারই সাথে থাকবে, যাকে সে ভালবাসে।" (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল যে, হে আল্লাহর রাসূল! সেই ব্যক্তির সম্পর্কে আপনার ধারণা কি, যে কোন জাতিকে ভালবাসে অথচ তাদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়নি? তিনি উত্তরে বললেন, "মানুষ তারই সাথে থাকবে, যাকে সে ভালবাসে।" (মুসলিম)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "আত্মাসমূহ সমবেত সৈন্যদলের মত। সুতরাং আপসে যে আত্মাদল পরিচিত ও অভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে মিলন ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে থাকে এবং যে আত্মাদল আপসে অপরিচিত ও ভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য প্রকট হয়ে ওঠে।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। সৎলোকদের সাথে ভালবাসা রাখার এত ফযীলত যে, এটা তাদের সাথে জান্নাতে থাকার উপকরণ, যদিও আমল কম হয়।

২। কাফের ও ফাসেক প্রকৃতির লোকদের সাথে ভালবাসা রাখা বড় বিপজ্জনক।

৩। যে ব্যক্তি কোন জাতিকে ভালবাসবে, সে কিয়ামতের দিন তাদের সাথেই থাকবে।

৩৬। ছবি তুলার বিধান

আবূ ত্বালহা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "সেই বাড়ীতে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না, যে বাড়ীতে কুকুর ও কোনো কিছুর ছবি থাকে।" (বুখারী-মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যারা ছবি তুলে বা আঁকে, তারা কিয়ামতের দিন অতীব কঠিন আযাব ভোগ করবে।" (বুখারী)

আয়েশা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-থেকে বর্ণিত যে, তিনি একটি ছবিযুক্ত চাদর ক্রয় করেন, যখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তা দেখেতে পেয়ে, বাড়ীতে প্রবেশ না করে দরজায় দাঁড়িয়ে যান। আয়েশা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর মুখমণ্ডলে অপছন্দের ভাব বুঝতে পেরে বলেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। আমি কি কোন অপরাধ করে ফেলেছি? তিনি বললেন, "এ চাদর কোথায় পেলে? আয়েশা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-বললেন, ওটা আমি (আপনার জন্য) কিনেছি, যাতে আপনি বসেন ও বালিশ করেন। তিনি বললেন, "এই ছবি অঙ্কনকারীদেরকে কিয়ামতের দিন আযাব দেওয়া হবে আর বলা হবে, যা কিছু তোমরা এঁকেছ, তাতে জীবন দাও। আর বললেন, যে বাড়ীতে কোনো কিছুর ছবি থাকে, সে বাড়ীতে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।" (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ছবি তুলা হারাম ও তা মহাপাপ।

২। যে বাড়ীতে কোন কিছুর ছবি থাকে, সে বাড়ীতে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।

৩। যারা ছবি তুলে তারা কিয়ামতের দিন অধিক আযাব ভোগ করবে।

৩৭। স্বপ্নের ফযীলত ও মিথ্যা স্বপ্ন গড়ার প্রতি ভীতি প্রদর্শন

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "নবুওয়াতের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না সুসংবাদসমূহ ব্যতীত। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, সুসংবাদ কি? তিনি বললেন, 'সুস্বপ্ন।" (বুখারী)

আবূ ক্বাতাদাহ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "সত্য বা ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি অবাঞ্ছনীয় কোন কিছু দেখে, তাহলে সে যেন বাঁ দিকে তিনবার (হালকা) করে থু-থু মেরে নেয় এবং আল্লাহর নিকট তার অপকারিতা থেকে আশ্রয় চেয়ে নেয়। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।" (বুখারী)

ইবনে আব্বাস-ﷺ-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি এমন স্বপ্ন দেখার দাবী করে, যা প্রকৃতপক্ষে সে দেখেনি, তাকে (কিয়ামতে) দু'টি যবের মধ্যে সংযোগ সাধন করতে আদেশ করা হবে। অথচ সে তা কখনই করতে পারবে না।" (বুখারী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ভাল সপ্নের মর্যাদা দেওয়া দরকার, কারণ তা সুসংবাদ তথা নবুওয়াতের একটি অংশ।

২। ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে দেখানো হয়।

৩। মিথ্যা স্বপ্ন গড়ে বলার শাস্তি কঠিন।

৩৮। স্বপ্নের আদব

আবূ ক্বাতাদা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "সত্য বা ভাল স্বপ্ন আল্লাহর তরফ থেকে দেখানো হয়। আর খারাপ ও মিথ্যা স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে দেখানো হয়। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি অপছন্দনীয় কোন কিছু দেখে, তাহলে সে যেন বাঁ দিকে তিনবার থু-থু করে নেয় এবং আল্লাহর নিকট তার (খারাপ স্বপ্নের) অপকারিতা থেকে আশ্রয় চেয়ে নেয়, তাহলে তা (খারাপ স্বপ্ন) তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" (বুখারী-মুসলিম) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, "আর সে যেন যে কাতে শুয়ে আছে, সে কাত পরিবর্তন করে নেয়।"

আবূ সাঈদ খুদরী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ এমন কোন স্বপ্ন দেখে, যা সে ভালবাসে, তাহলে সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। সুতরাং এর জন্য তার আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত এবং উক্ত স্বপ্ন বর্ণনা করা দরকার। কিন্তু যদি অপছন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখে, তাহলে সেটা হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। অতএব এক্ষেত্রে তার উচিত হল, আল্লাহর নিকট তার অপকারিতা থেকে আশ্রয় কামনা করা এবং সে স্বপ্ন কাউকে বর্ণনা না করা, তাহলে তার কোনো ক্ষতি হবে না।" (বুখারী)

জাবির-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে খুৎবায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন শয়তান কর্তৃক দেখানো হয়েছ এমন আজেবাজে স্বপ্ন বর্ণনা না করে।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মুসলিমের উচিত হল, স্বপ্নে অপছন্দনীয় কোনো কিছু দেখলে, বাঁ দিকে তিনবার থু-থু মারা এবং খারাপ স্বপ্ন ও শয়তানের অপকারিতা থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করে অন্য দিকে পাশ ফিরে শোয়া।
২। কোনো মুসলিম অপছন্দনীয় কিছু দেখলে, সে সম্পর্কে কাউকে বলবে না। কেননা, সে জিনিস তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।
৩। মুসলিমের উচিত হলো, আজে-বাজে স্বপ্ন কাউকে বর্ণনা না করা। কারণ, এগুলো তার সাথে শয়তানের খেলা করা মাত্র।

৪৯। দাওয়াত কবুল করা

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "মুসলিমদের পারস্পরিক পাঁচটি অধিকার রয়েছে। আর তা হল, সালামের উত্তর দেওয়া, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় শরীক হওয়া, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির উত্তর দেওয়া।" (বুখারী-মুসলিম)

ইবনে উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ- বলেছেন, "যখন তোমাদের কাউকে অলীমার দাওয়াত দেওয়া হবে, তখন সে যেন তাতে অংশ গ্রহণ করে।" (মুসলিম)

জাবির-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যখন তোমাদের কাউকে খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হবে, তখন সে যেন তা কবুল করে। অতঃপর ইচ্ছা হলে আহার করবে অন্যথায় বর্জন করবে।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। অলীমার দাওয়াত কবুল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২। দাওয়াত কবুল করা মুসলিমদের পারস্পরিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।
৩। দাওয়াত গ্রহণ করলেই যে আহার করতে হবে, তা জরুরী নয়।

৪০। অনুমতি চাওয়ার আদব

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النور:٢٧]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না।" (সূরা নূর ২৭) তিনি আরো বলেন,

﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النور]

"আর তোমাদের শিশুরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের মত (সর্বদা) অনুমতি প্রার্থনা করে।" (সূরা নূর ৫৯)

জাবির-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার বাপের ঋণের সমস্যা নিয়ে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট এসে দরজায় টুকা দিলে তিনি বললেন, কে? আমি বললাম, আমি। তিনি বললেন, "আমি! আমি! তিনি যেন এটা (নাম না নিয়ে আমি বলাটা) অপছন্দ করলেন।" (বুখারী,)

সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "অনুমতি নেওয়ার বিধান চোখের সংরক্ষণের জন্যই আরোপিত হয়েছে।" (বুখারী, মুসলিম)

কালাদাহ ইবনে হাম্বাল-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট বিনা সালামে প্রবেশ করলে, তিনি বললেন, "ফিরে যাও তারপর সালাম দিয়ে প্রবেশ কর।" (আবূ দাউদ-তিরমিযী)

আবূ মূসা আশআরী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ -ﷺ- বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ তিনবার অনুমতি নেওয়ার পর যদি অনুমতি না পায়, তাহলে সে যেন ফিরে যায়।" (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। বাড়ীতে প্রবেশ করার পূর্বে অনুমতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
২। নিয়ম হল, অনুমতি গ্রহণকারীকে যদি বলা হয়, কে? তাহলে সে 'আমি' না বলে তার নাম উল্লেখ করে।
৩। তিনবার অনুমতি চাইবে। যদি অনুমতি পায়, তাহলে প্রবেশ করবে, অন্যথায় ফিরে যাবে।

৪১। সাবধান! শয়তান বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ [الإسراء:٥٣]

"আমার বান্দাদেরকে বল, তারা যেন সেই কথাই বলে যা উত্তম। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা বানী-ইস্রাঈল ৫৩)

জাবির-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লা-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "আরব উপদ্বীপের মুসলিমদের কাছ থেকে শয়তান আনুগত্য পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের মাঝে ঝাগড়া-বিবাদ, মনোমালিন্য এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে সে নিরাশ নয়।" (মুসলিম)

জাবির-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "ইবলীসের আরশ সমুদ্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। সে সেখান থেকে তার দল-বলকে প্রেরিত করে। তারা মানুষের মধ্যে ফিৎনা সৃষ্টি করে। আর যে যত বড় ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে, সে তত বড় পরিগণিত হয়।" (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকের সাথে শয়তানের মধ্যে থেকে একজন সঙ্গী নিযুক্ত আছে। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথেও? তিনি বললেন, "আমার সাথেও। তবে তার ব্যাপারে আল্লাহ আমার সহযোগিতা করেছেন। তাই সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং সে আমাকে ভালো ছাড়া অন্য কিছুর নির্দেশ দেয় না।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মু'মিনদের সাথে ইবলীসের শত্রুতার প্রতি তাগিদ প্রদান করা হয়েছে।
২। মানুষের উপর নিপতিত ফিতনা থেকে সতর্ক থাকা ওয়াজিব এবং সে ফিতনার আগুন নিবারণের চেষ্টা করাও আবশ্যক। কারণ, এসব শয়তানের কার্যকলাপ।

৪২। অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হারাম

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة:١]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকার (চুক্তিসমূহ) পূর্ণ কর।" (মায়েদা ১)
তিনি আরো বলেন,

﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء:٣٤]

"আর প্রতিশ্রুতি পালন কর; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।" (সূরা বানী ইস্রাঈল ৩৪)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে পাক্কা মুনাফেক বিবেচিত হবে। আর যার মধ্যে একটি স্বভাব থাকবে, তা ত্যাগ না করলে তার মধ্যে মুনাফেকের একটি স্বভাব আছে বলে বিবেচিত হবে। (আর তা হল,) আমানত রাখা হলে, তার খিয়ানত করা, কথায় কথায় মিথ্যা বলা, অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করা এবং ঝগড়ার সময় অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা।" (বুখারী, মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "কিয়ামতের দিনে প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি করে (বিশেষ) পতাকা নির্দিষ্ট হবে। বলা হবে যে, এটা অমুক ব্যক্তির (বিশ্বাসঘাতকতার) প্রতীক।" (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ওয়াদা ভঙ্গ করা হারাম তা থেকে ভয় দেখানো হয়েছে।

২। অঙ্গীকার ভঙ্গ মুনাফেকী অভ্যাস।

৩। ওয়াদা ভঙ্গ করা অতীব জঘন্য জিনিস বিধায় কিয়ামতের দিন অঙ্গিকার ভঙ্গকারীর প্রচার করা হবে।

৪৩। ধোঁকা দেওয়া থেকে বিরত থাকা

আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-খাদ্য শস্যের একটি স্তূপের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় স্তূপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো ভিজা মনে হল। তিনি বললেন, হে শস্যের মালিক! এ কি? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছে। তিনি বললেন,

তাহলে এগুলো উপরে রাখনি কেন? লোকে দেখেশুনে ক্রয় করবে। যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (মুসলিম)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, সে আমাদের জামায়াত-ভুক্ত নয়। আর যে আমাদেকে ধোঁকা দেয়, সেও আমাদের দলভুক্ত নয়। (মুসলিম)

তামীম ইবনে আউস দারী থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "ইসলামের মূল শিক্ষাই হল সৎপরামর্শ দান করা। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল কাদের জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য এবং সকল সাধারণ মুসলিমদের জন্য।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মুসলিমদের ধোঁকা দেওয়া হারাম ও তা মহাপাপ।

২। মুসলমিদেরকে সৎপরামর্শ দেওয়া ও তাদের মঙ্গল কামনা করা ওয়াজিব

৪৪। ক্রোধ নিষেধ, ক্রোধের সময় কি বলবে?

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলল, আমাকে উপদেশ দিন! তিনি বললেন, "রাগ করো না।" সে কয়েকবার একই প্রশ্ন করল, আর তিনি উত্তরে বললেন, "রাগ করো না।" (বুখারী) আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "(কাউকে) পরাভূত করাই আসল বা প্রকৃত শক্তি নয়। প্রকৃত শক্তি হল, ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করা।" (বুখারী-মুসলিম)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন রাগান্বিত হয় আর সে যদি তখন দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে, তাহলে সে যেন বসে যায়। বসে যাওয়ার পরও যদি ক্রোধ দূরীভূত না হয়, তাহলে সে যেন শুয়ে যায়।" (বুখারী, মুসলিম)

সুলাইমান ইবনে সুরাদ-ﷺ-বর্ণনা করেন যে, একদা আমি নবী করীম-ﷺ-এর সাথে বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় দু'জন লোক একে অপরকে গালি দিচ্ছিল। তার মধ্যে একজনের চেহারা (ক্রোধে) লালবর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তার শিরাগুলো ফুলে উঠেছিল। (এ দেখে) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন যে, নিশ্চয় আমি এমন এক বাক্য জানি, যদি সে তা পড়ে তা হলে তার ক্রোধ দূরীভূত হবে। যদি সে বলে 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম' (আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইছি), তাহলে তার উত্তেজনা ও ক্রোধ সমাপ্ত হবে। লোকেরা তাকে বলল যে, নবী করীম-ﷺ-বললেন, তুমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও (উপরোক্ত বাক্যটি পড়)।" (বুখারী, মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-ক্রোধ বর্জনের উপদেশ দিয়েছেন এবং ক্রোধের সময় যে নিজেকে সংবরণ করে তার প্রশংসা করেছেন।

২। রাগান্বিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকলে তাকে বসার নির্দেশ দিয়েছেন। তাতে রাগ দূরীভূত না হলে শোয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

৩। ক্রোধের সময় বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশও রাসূলুল্লাহ-ﷺ-দিয়েছেন।

৪৫। কবরের যিয়ারত

বুরায়দা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে কবরের যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবরের যিয়ারত কর।" (মুসলিম) ইমাম তিরমিজী এ কথারও উল্লেখ করেছেন যে, "কবর যিয়ারত আখেরাতের স্মরণ দেয়।"

উক্ত সাহাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-সাহাবাদেরকে শিক্ষা দিতেন যে, তাঁরা কবর যিয়ারতে গেলে, এই দুআটি যেন পাঠ করে,

((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ))

"আসলামু আলাইকুম আহলাদ্দিয়ারি মিনাল মু'মিনীনা অল মুসলিমীনা অ ইন্না-ইনশাআল্লাহু লা লা-হিক্বূন আসআলুল্লাহা লানা-অ লাকুমুল আ-ফিয়া-হ" (হে কবরের অধিবাসী মু'মিন ও মুসলিমগণ তোমাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক! আমরাও ইনশা আল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি। আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য ও আমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।" (মুসলিম)

আবূ মারসাদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়ো না এবং কবরে বসো না।" (মুসলিম)

আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যদি তোমাদের কেউ জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর বসে যা তার কাপড়কে জ্বালিয়ে চামড়াও স্পর্শ করে, এটা তার জন্য কবরে বসার চেয়ে উত্তম।" মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কবরের যিয়ারত করা মুস্তাহাব তাতে আখেরাতের স্মরণ হয়।
২। কবরগাহে প্রবেশ করার সময় ঠিক ঐভাবেই সালাম করা মুস্তাহাব, যেভাবে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-থেকে প্রমাণিত।
৩। কবরে নামায পড়া হারাম। কারণ এটা কবরের ইবাদতের মাধ্যম।
৪। কবরে বসাও হারাম।

৪৬। মদপান হারাম

আল্লাহ তা'য়ালা বলেল,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة:٩٠]

"হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য-নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা মায়েদা ৯০)

ইবনে উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "প্রত্যেক নেশা জাতীয় জিনিসই 'খামর' মদ বলে পরিগণিত। এবং নেশা যাবতীয় সমস্ত জিনিসই হারাম। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শারাব পান ক'রে তাওবা না করেই মারা যাবে, সে আখেরাতের শারাব থেকে বঞ্চিত হবে।" (মুসলিম)

জাবির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "প্রত্যেক মাদকজাতীয় জিনিসই হারাম। যারা শারাব পান করে, তাদের সাথে আল্লাহর অঙ্গীকার হল, তাদেরকে 'তীনাতুল খাবাল' পান করাবেন। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'তীনাতুল খাবাল' কি?

তিনি বললেন, জাহান্নামীদের ঘাম অথবা তাদের (শরীর থেকে গলিত) পুঁজ।" (মুসলিম)

তারিক ইবনে সোয়াইয়েদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, সে নবী করীম-ﷺ-কে শারাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি তাকে নিষেধ করেন। সে বলল, এটা আমি ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করি। তিনি বললেন, "ওটা ঐষধ নয়, বরং ব্যাধি।" (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শারাব পান করে, আল্লাহ তাআ'লা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায গ্রহণ করেন না। অতঃপর সে তাওবা করলে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। পুনরায় সে পান করলে, আল্লাহ তার নামায চল্লিশ দিন পর্যন্ত কবুল করেন না। আবার সে তাওবা করলে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। পুনরায় যদি সে পান করে, ৪০দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হয় না। আবার সে যদি তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। চতুর্থবার সে যদি পান করে, ৪০দিন পর্যন্ত আল্লাহ তার নামায কবুল করবেন না। অতঃপর সে তাওবা করলে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন না এবং তাকে জাহান্নামীদের গলিত পুঁজ পান করাবেন।" (তিরমিজী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। শারাব পান করা হারাম।

২। শারাব পানকারীর জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

৩। শারাব ঔষধ নয়, বরং ব্যাধি।

৪৭। ঝগড়াঝাঁটি থেকে বিরত থাকা

আবূ উমামা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "ঝগড়াটে লোক ব্যতীত কোন জাতি হেদায়াতের পর বিপথগামী হয়নি। অতঃপর এই আয়াতটি পাঠ করেন যার অর্থ, "এই দৃষ্টান্ত তারা তোমার সামনে শুধু বিতর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই পেশ করে থাকে।" (তিরমিজী)
আয়েশা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "কঠিন ঝগড়াটে লোক হলো মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।" (বুখারী, মুসলিম)

আবূ উমামা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের অভ্যন্তরে একটি ঘরের দায়িত্ব নিচ্ছি, যে ঝগড়াঝাঁটি থেকে বিরত থাকে, যদিও সে প্রকৃত পক্ষে হকের উপরে থাকে। আর তার জন্য জান্নাতের মধ্যস্থলে একটি ঘরের জামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি মিথ্যা ত্যাগ করবে, যদিও তা মস্করা মনে করে সে বলে। এবং সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের উচ্চস্তরে একটি ঘরের দায়িত্ব নিচ্ছি, যার চরিত্র সুন্দর।" (আবূ দাউদ)

জাবির-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আমার নিকট সব চেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামতে সব চেয়ে আমার নিকটে থাকবে, যার চরিত্র সবার চাইতে উত্তম হবে। আর তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আমার নিকট সব চাইতে বেশী ঘৃণিত এবং কিয়ামতে আমার থেকে অনেক দূরে থাকবে, যে খুব বেশী কথা বলে, আর যে স্বীয় বাক্যের দ্বারা সর্বের উর্ধ্বে থাকতে চায় এবং যারা অহঙ্কারী।" (তিরমিজী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ঝগড়াঝাঁটি ত্যাগ করার প্রতি সকলকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। তবে কোনো ঝগড়া সৎউদ্দেশ্য ও সুন্দর পন্থায় হলে দোষ নেই।

২। ঝগড়ার মধ্যে কঠোরতা অবলম্বন করার প্রতি ভয় দেখানো হয়েছে।

৩। ঝগড়াঝাঁটির ব্যাপক রূপ ধারণ করা বিপথগামী হওয়ার নিদর্শন।

৪। অনর্থক বাক্যালাপকারী ও স্বীয় বাক্যের দ্বারা মানুষের উপর প্রাধান্য লাভ করতে চায় এমন ব্যক্তির প্রতি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। তারা কিয়ামতের দিন তাঁর থেকে অনেক দূরে থাকবে।

৪৮। গাছ রোপণ ও বীজ বপনের ফযীলত

জাবির থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-উম্মে মুবাশ্বেরের খেজুর বাগানে প্রবেশ ক'রে বললেন, "এ বাগান কোন মুসলিমের লাগানো, না কোনো অমুসলিমের? উম্মে মুবাশ্বের বলল, মুসলিমের। তিনি বললেন, "কোনো মুসলিমের লাগানো গাছ থেকে ও আবাদ করা ক্ষেত থেকে কোনো মানুষ বা জীব-জন্তু বা অন্য কোনো কিছু ভক্ষণ করলে, তা লাগানেওয়ালা ও আবাদকারীর জন্য সাদক্বায় পরিণত হয়।" (মুসলিম)

জাবির-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "কোনো মুসলিম কোনো গাছ লাগালে, তা থেকে যা কিছু খাওয়া হোক, সেটা তার জন্য সাদক্বা হবে। আর তা থেকে কোনো কিছু চুরি হলে, চতুষ্পদ কোনো জন্তু ও পশু-পাখি তা থেকে খেলে এবং কেউ কোনো ক্ষতি করলে, সেটাও তার জন্য সাদক্বা হবে।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। গাছ রোপণ ও বীজ বপনের বড় ফযীলত।

২। গাছ ও ক্ষেত থেকে মানুষ ও পশুরা খেলে, তা গাছওয়ালা ও ক্ষেত-ওয়ালার জন্য সাক্কায় পরিণত হয়।

৪৯। ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান

আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-খাদ্য শস্যের একটি স্তূপের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় স্তূপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো ভিজা মনে হল। তিনি বললেন, হে শস্যের মালিক! ব্যাপার কি? সে বললো, বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, "তাহলে এগুলো উপরে রাখো নি কেন? লোকে দেখে-শুনে ক্রয় করত। যে আমাদের সাথে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (মুসলিম)

হাকীম ইবনে হেযাম-ﷺ-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "ক্রেতার ও বিক্রেতার ততক্ষণ পর্যন্ত অধিকার থাকে, যতক্ষণ না তারা একে অপর থেকে বিচ্ছেদ হয়। যদি তারা সত্য বলে এবং স্পষ্টভাবে সবকিছু বলে দেয়, তাহলে তাদের কেনাবেচায় বরকত হয়। কিন্তু যদি মিথ্যা বলে ও সত্যকে গোপন করে, তাহলে তাদের কেনাবেচায় বরকত লোপ পেয়ে যায়।" (মুসলিম)

ব্যবসায় কসম নিষেধ

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি যে, কসম পণ্য দ্রব্য অধিক বিক্রয় করে, কিন্তু বরকত বিনষ্ট করে।" (মুসলিম)

আবূ ক্বাতাদা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, "তোমরাব্যবসায় অধিক কসম খাওয়া থেকে দূরে থাক,

কারণ তা পণ্য দ্রব্য অধিক চালু করে, অতঃপর (তার বরকত) ধ্বংস করে।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কেনাবেচায় ধোঁকা দিতে নিষেধ। কারণ, তা মহাপাপের আওতায় পড়ে।

২। ক্রেতার ও বিক্রেতার পণ্য দ্রব্য নেওয়া-দেওয়ার ব্যাপারে একে অপর থেকে বিচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত অধিকার থাকে।

৩। ব্যবসায় কসম খাওয়া নিষেধ। এতে ব্যবসার বরকত লোপ পায়।

৫০। বেশী হাসা নিষেধ

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ- বলেছেন, "খুব বেশী হেসো না। কারণ, বেশি হাসা অন্তরকে মেরে দেয়।" (আহমদ)

আয়েশা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে কোনো দিন এমনভাবে হাসতে দেখিনি, যাতে তাঁর আলজিভ দেখা গেছে। তিনি শুধু স্নিগ্ধ হাসতেন। (বুখারী)

আবূ যার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "কোনো (মুসলিম) ভায়ের সামনে তোমার মুচকি হাসা তোমার জন্য সাদক্বায় পরিণত হয়। তোমার ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদান করা তোমার জন্য সাদক্বা হয়। কোনো বিপথগামী মানুষকে তোমার সুপথ দেখানোও তোমার জন্য সাদক্বা গণ্য। কোনো দুর্বল দৃষ্টির মানুষকে তোমার পথ দেখানো তোমার জন্য সাদক্বা বিবেচিত হয়। পথ থেকে পাথর-কাঁটা ও হাড় ইত্যাদি সরিয়ে দেওয়াও তোমার জন্য সাদক্বায় পরিণত হয়।" (তিরমিজী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। অধিক হাসতে নিষেধ করা হয়েছে।

২। অধিক হাসি অন্তরের মৃত্যুর কারণ।

৩। বেশী হাসা নবীর আদর্শ নয়।

৫১। মিথ্যা কসমের কঠিন শাস্তি

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম খেয়ে কোনো মুসলিমের মাল আত্মসাৎ করে, সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তখন তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর কথার প্রমাণ স্বরূপ এই আয়াত পাঠ করেন, যার অর্থ, "যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোনো অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহা তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে চেয়ে দেখবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।" (বুখারী, মুসলিম)

আবূ উমামা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজ কসম দ্বারা কোনো মুসলিমের অধিকার আত্মসাৎ করে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম অনিবার্য করে দেন এবং জান্নাত হারাম করে দেন।" এক ব্যক্তি এ কথা শুনে বলল। হে আল্লাহর রাসূল! যদিও বা স্বল্প কিছু হয় তাও? বললেন, "যদিও বা আরাকের একটি ডালও হয়।" (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর নবী করীম রাসূলুল্লাহ-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "কাবীরাহ গুনাহ হল, আল্লাহর সাথে শির্ক করা, মা-বাপের অবাধ্যতা করা, (অন্যায়ভাবে) কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া।" (বুখারী)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, এক মরুবাসী রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! কাবীরাহ গুনাহ কি? তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে শির্ক করা।" সে বলল, তারপর কি? তিনি বললেন, "মিথ্যা কসম খাওয়া।" বলল, মিথ্যা কসম কি? বললেন, "যে খসম খেয়ে পরের মাল আত্মসাৎ করে।"

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মিথ্যা কসম দ্বারা কোনো মুসলিমের মাল আত্মসাৎ কঠিন হারাম জিনিস।

২। মিথ্যা হলফ দ্বারা পরের মাল আত্মসাৎকারীর শাস্তি কঠিন। তার মিথ্যা কসমই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

৩। মিথ্যা কথা থেকে বাঁচা ওয়াজিব।

৫২। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হারাম

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج:٣٠]

"এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হতে।" (হাজ্জ ৩০) তিনি আরো বলেন,

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء:٣٦]

"যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে।" (সূরা ইসরা ৩৬)

আবূ বাকরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমা -দেরকে কি মহাপাপের কথা বলে দেব না? সাহাবাগণ বললেন, অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। অতঃপর তিনি হেলান ছেড়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, শোন, আর মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। অতঃপর শেষোক্তর এই কথাটি বার বার বলতে লাগলেন। এমনকি সেই বলাতে সাহাবীগণ বললেন, যদি তিনি চুপ হতেন।" (বুখারী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।
২। মিথ্যা সাক্ষ্য মহাপাপের আওতায় পরে। কারণ, তা মিথ্যা ও তার দ্বারা মুসলিমদের অধিকার বিনষ্ট হয়।

৫৩। অভিসম্পাত করা থেকে সতর্ক থাকা

সাবেত ইবনে যাহহাক-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "মু'মিনকে অভিসম্পাত করা, তাকে হত্যা করার মত।" (বুখারী)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "সত্যবাদীদের জন্য অভিসম্পাতকারী হওয়া সঙ্গত নয়।" (মুসলিম)

আবূদ্দারদা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "অভিসম্পাতকারীরা কিয়ামতের দিন না সুপারিশকারী হবে, আর না সাক্ষী।" (মুসলিম)

ইবনে মাসঊদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "মু'মিন কারো মর্মে ব্যথাদানকারী, অভিসম্পাতকারী এবং অশ্লীল ও অসভ্য (চোয়ার) হয় না।" (তিরমিযী)

আবূদ্দারদা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "বান্দা যখন কোনো কিছুকে অভিসম্পাত করে, তখন অভিশাপ আকাশের প্রতি উঠে যায়, কিন্তু তাকে বাইরে রেখেই আকাশের দ্বারসমূহ বন্ধ করা হয়। অতঃপর তা পৃথিবীর প্রতি অবতরণ করে কিন্তু তাকে বাইরে রেখেই পৃথিবীর দ্বারসমূহও বন্ধ করা হয়। অতঃপর ডানে বামে ফিরতে থাকে, পরিশেষে যখন তা কোনো যথার্থ স্থান পায় না, তখন অভিশপ্ত বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি ফিরে যায়, যদি সে এর (অভিশাপের) উপযুক্ত হয়, তাহলে (তাকে অভিশাপ লেগে যায়) নচেৎ অভিশাপকারীর নিকট তা প্রত্যাবৃত্ত হয়।" (আবূ দাউদ)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মুসলিমদের প্রতি অভিসম্পাত করা থেকে ভয় দেখানো হয়েছে।

২। অভিসম্পাত অন্যায়ভাবে হলে, তা তারই উপর প্রতি প্রত্যাবৃত্ত হয়, যে অভিসম্পাত করে।

৩। অভিসম্পাত করা সৎলোক ও সত্যবাদীদের গুণ নয়।

৫৪। কবিতা আবৃত্তি প্রসঙ্গে

মহান আল্লাহ বলেন

﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الغَاوُونَ* أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ* وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ*إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾

[الشعراء:٢٢٤-٢٢٧]

“আর কবিদের অনুসরণ করে বিভ্রান্ত লোকেরা। তুমি কি দেখ না, ওরা লক্ষ্যহীনভাবে সকল বিষয়ে কল্পনাবিহার করে থাকে? এবং তারা যা বলে, তা তারা করে না। তবে তারা নয়, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে এবং অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আর অত্যাচারীরা অচিরেই জানতে পারবে, তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়? (সূরা শুআরা ২২৪-২২৭)

উবায় ইবনে কাআ’ব থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “কোনো কোনো কবিতায় জ্ঞান ও হিকমত থাকে।” (বুখারী)

বারা ইবনে আযেব-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বানী কুরায়যার দিন হাসসান-رضي الله عنه-কে বলেন, (কবিতার মাধ্যমে) মুশরিকদের নিন্দাবাদ কর, জিবরীল-عليه السلام-তোমার সাথে রয়েছেন।” (বুখারী, মুসলিম)

আবূ হুরাইরা-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “কবিতার দ্বারা উদর পূর্ণ করার চেয়ে পুঁজ দ্বারা উদর পূর্ণ করা অধিক উত্তম।” (বুখারী, মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কিছু কবিতা ভাল। তবে কিছু কবিতা খারাপ ও ঘৃণিত।

২। বেশী কবিতা মুখস্থ করার প্রতি ভয় প্রদর্শিত হয়েছে যদি কুরআনের কোনো কিছু পেটে না থাকে।

৫৫। যা বলা নিষেধ

কোনো মুসলিমকে ‘হে কাফের’ বলা নিষেধ। ইবনে উমার-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “যখন কেউ তার ভাইকে কাফের বলে, তখন তাদের উভয়ের মধ্যে কোনো একজনের উপর

তা বর্তায়। যা বলেছে তা যাদি সঠিক হয় তো ভাল, নচেৎ তার (বক্তার) উপর তা ফিরে যায়।" (বুখারী-মুসলিম)

আবূ যার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছেন, "যে ব্যক্তি কাউকে 'কাফের' বলে ডাকে অথবা 'আল্লাহর দুশমন' বলে, আর প্রকৃত পক্ষে সে যদি তা না হয়, তবে তা তার (বক্তার) উপর বর্তায়।" (বুখারী, মুসলিম)

আবূ মালীহ-ﷺ-এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, সে বলে, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর পশ্চাতে বসে ছিলাম, হঠাৎ সাওয়ারীর পদস্খলন ঘটলে, আমি বললাম, শয়তান ধ্বংস হোক। তিনি বললেন, 'শয়তান ধ্বংস হোক' একথা বলো না। কারণ, এতে সে স্ফীত হয়ে ঘরের সমান হয় এবং বলে, আমি নিজ শক্তিতে একে বিপদগ্রস্ত করেছি। বরং তুমি বল, 'বিসমিল্লাহ' একথা বললে, সে মাছির মত ছোট হয়ে যায়।" (আহমদ)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কোনো মুসলিমকে 'হে কাফের' বলা নিষেধ।
২। কোনো মুসলিমকে 'আল্লাহর দুশমন' বলে ডাকা নিষেধ।
৩। যাকে 'কাফের' বা 'আল্লাহর দুশমন' বলে ডাকা হয়, সে যদি তা না হয়, তাহলে তা তার (বক্তার) উপর প্রত্যাবৃত্ত হয়।
৪। 'শয়তান ধ্বংস হোক' বলতে নিষেধ করে তার পরিবর্তে 'বিসমিল্লাহ' বলতে বলা হয়েছে।

৫৬। জিহাদের ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ* ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ

خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الصَّف:١٠-١١]

"হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান বলে দিব না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে রক্ষা করবে? (তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেন উপর ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে।" (সূরা সাফফ ১০-১১)

আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন্ কাজটি সব থেকে উত্তম? তিনি বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা।" জিজ্ঞাসা করা হল, তার পর কোন্ কাজটি? বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" বলা হল, তারপর কোনটি? বললেন, "গৃহীত হজ্জ।" (বুখারী মুসলিম)

আনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "কোন এক সকাল অথবা কোন এক সন্ধ্যার সময়টুকু আল্লাহর পথে অতিবাহিত করা পৃথিবী ও তার মধ্যে বিদ্যমান সব জিনিসের থেকে উত্তম।" (বুখারী, মুসলিম)

আব্দুর রহমান ইবনে জুবায়ের-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "আল্লাহর পথে ধূলিধূসরিত বান্দার কদমদ্বয়কে আগুন স্পর্শ করবে না।" (বুখারী, মুসলিম)

আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন্ কাজটি (সাওয়াবের দিক দিয়ে) আল্লাহর পথে জিহাদের সমকক্ষ? উত্তর দিলেন, "তোমরা কি জিহাদ করার শক্তি রাখ না? সাহাবীগণ এ প্রশ্নের দু'বার কি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। আর প্রত্যেক বারই তিনি একই জবাবের পুনরাবৃত্তি করলেন, "তোমরা কি জিহাদের

শক্তি রাখ না? তারপর বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদকারী মুজাহিদদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে রোযাদার, নামায আদায়কারী ও কুরআনের আয়াত বিনীত হৃদয়ে একাগ্রতার সাথে তেলাওয়াতকারীর ন্যায়, যে ঐ আল্লাহর পথের মুজাহিদ ফিরে আসা পর্যন্ত নামায পড়ায় ও রোযা রাখায় লিপ্ত থাকে।" (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। আল্লাহর পথে জিহাদ করার ফযীলত অনেক।

২। সর্বোত্তম আমলই হলো জিহাদ।

৩। জিহাদ হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপকরণ।

৫৭। শহীদ ও মুজাহীদদের সাওয়াব প্রসঙ্গে

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে বের হয়েছে, আল্লাহ তার জামীন হয়েছেন। আমার পথে জিহাদ করা, আমার প্রতি ঈমান আনা ও আমার রাসূলকে সত্য বলে মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো কারণ তাকে ঘর ছাড়া করে নি, তাই আল্লাহ তার দায়িত্ব নিয়েছেন যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা সেই গৃহের দিকে সফলভাবে প্রত্যাবৃত্ত করাবেন সাওয়াব সহকারে বা গনীমত সহকারে, যেখান থেকে সে (জিহাদে) বের হয়েছিল। আর মুহাম্মাদের প্রাণ যে সত্তার হাতের মুঠোয়, তার কসম, সে আল্লাহর পথে যে কোনো আঘাত পাবে, তা তাকে কিয়ামতের দিন ঐভাবে হাযির করবে, যেমন আঘাত পাবার দিন তার শারীরিক কাঠামো ছিল। তার বর্ণ হবে তখন রক্ত বর্ণ। তার সুগন্ধ হবে মিসকের সুগন্ধ। আর যে সত্তার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর কসম, মুসলিমদের উপর যদি আমি এটা কঠিন মনে না করতাম, তাহলে যে সেনাদলটি আল্লাহর পথে

জিহাদে লিপ্ত, তার থেকে আমি কখনো পিছনে অবস্থান করতাম না। কিন্তু না আমি নিজেই এতটা স্বচ্ছল হতে পেরেছি যে, সবাইকে সাওয়ারী দিতে পারবো, আর না মুসলিমদের এতটা স্বচ্ছলতা আছে। আর এটা তাদের জন্যও অত্যন্ত কষ্টকর হবে যে, তাদেরকে পিছনে রেখে আমি জিহাদে চলে যাব। আর সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, অবশ্যই আমি কামনা করি, আমি আল্লাহর পথে জিহাদে গিয়ে তাতে শহীদ হই, তারপর আবার জিহাদে যাই এবং শহীদ হই, তারপর আবার জিহাদে যাই এবং শহীদ হই।" (বুখারী)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "শাহাদাত লাভকারী ব্যক্তি নিহত হওয়ার কষ্ট ততটুকুই অনুভব করে, যতটুকু তোমাদের মধ্যে কেউ পিঁপড়ের কামড়ের কষ্ট অনুভব করে।" (তিরমিজী)

আনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে আর দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে না, যদিও সারা পৃথিবীর সমস্ত জিনিস সে লাভ করে। তবে শহীদ তার মহান মর্যাদা দেখে আকাঙ্ক্ষা করবে আবার দুনিয়াতে ফিরে আসার এবং দশবার আল্লাহর আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করার।" (বুখারী-মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "ঋণ ব্যতীত শহীদদের সমস্ত গুনাহকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। জিহাদের বিরাট মর্যাদা। জিহাদই জান্নাত লাভের বড় এক মাধ্যম।

২। শহীদদের সাওয়াব অনেক। নিহত হওয়ার কষ্ট সে অতি স্বল্প অনুভব করবে।

৩। গুনাহসমূহ মোচন হওয়ার সব চেয়ে বড় মাধ্যম হল শাহাদাত।

৫৮। জিহাদের জন্য সাহাবীদের উদ্দীপনা

আনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-ও সাহাবাগণ রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং মুশরিকদের পূর্বেই বদরে পৌঁছে গেলেন। মুশরিকরাও এসে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, "যতক্ষণ আমি অগ্রসর না হই, ততক্ষণ তোমাদের কেউ যেন কোনো কিছুর দিকে এগিয়ে না যায়। তারপর যখন মুশরিকরা কাছে এসে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, এবার তৈরী হয়ে যাও জান্নাতে যাওয়ার জন্য, যে জান্নাতের প্রশস্ততা হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবীর সমান। আনাস বলেন, (একথা শুনে) উমাইর ইবনে হেমাম-ﷺ-জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর সমান? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। উমাইর বলল, বাহ বাহ! তিনি বললেন, এতে অবাক হবার কি আছে যে, তুমি একেবারে বাহ বাহ বলে উঠলে? উমাইর বললেন, না, আল্লাহর কসম তা নয়। আমি একথা কেবলমাত্র এই আশায় বলেছিলাম, যাতে আমি তার অধিবাসী হতে পারি। জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি অবশ্যই জান্নাতের অধিবাসী। একথা শুনে উমাইর নিজের তীরদানী থেকে কিছু খেজুর বের করলেন এবং তা খেতে থাকলেন। তারপর বলতে লাগলেন, যদি আমার এই খেজুরগুলো খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত আমি জীবিত থাকতে চাই, তাহলে তো অনেক সময় লাগবে। (একথা বলে) তার কাছে যা খেজুর ছিল, সবগুলো দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাফেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন।" (মুসলিম)

আনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার চাচা আনাস ইবনে নাযর বদরের যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। তিই তিনি বললেন, হে

আল্লাহর রাসূল! আপনি মুশরিকদের সাথে প্রথম যে যুদ্ধ করেছেন, তাতে আমি শরীক হতে পারিনি। আগামীতে মুশরিকদের সাথে যে সব যুদ্ধ হবে, তাতে যদি আমি শরীক থাকি, তাহলে আল্লাহ দেখে নিবেন, আমি কি করি। কাজেই যখন ওহুদের যুদ্ধ হল, তিনি বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! মুশরিকরা যা কিছু করেছে, তা থেকে নিজেকে দায়িত্বমুক্ত ঘোষণা করছি। একথা বলে তিনি এগিয়ে গেলেন। সামনে থেকে সা'আদ ইবনে মুআ'য এসে গেলেন। তখন বলতে লাগলেন, হে সা'আদ ইবনে মুআ'য, নযরের রবের কসম, ওহুদ পাহাড়ের কাছ থেকে জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি। সাআ'দ ইবনে মুআ'য বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি যা করেছেন, আমি তা করতে পারিনি। আনাস বর্ণনা করেছেন, আমরা তাঁর (আনাস ইবনে নযরের) শরীরে আশিরও বেশী তালোয়ার, বর্শা ও তীরের আঘাত পেলাম।" (বুখারী, মুসলিম)

শাদ্দাদ ইবনে হাদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, মরুবাসী একজন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট এসে তাঁর প্রতি ঈমান এনে তাঁর অনুসরণ করে। তারপর বলে, আমি আপনার সাথে হিজরত করব। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তার ব্যাপারে কিছু সাহাবাদেরকে অসীয়ত করেন। পরে যুদ্ধকালে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-গনীমতের মাল পেলে, বন্টন করার সময় তার জন্যও একটি অংশ নির্ধারিত করেন এবং তাকে দেওয়ার জন্য তা স্বীয় সাহাবীদেরকে দেন। সে সাহাবীদের সাওয়ারীর দেখাশুনা করছিল। যখন সাহাবীরা তার নিকট আসেন এবং তাকে তার ভাগ পেশ করেন, সে বলে, এটা কি? উত্তরে বললেন, এটা একটি অংশ, যা নবী করীম-ﷺ-তোমাকে দিয়েছেন। সে তার ভাগ নিয়ে রাসূলের নিকট এসে বলে, এটা কি? তিনি বললেন, এটা একটি অংশ, তোমাকে দিয়েছি। সে বলল, আমি

এর জন্য আপনার অনুসরণ করিনি। বরং অনুসরণ করেছি এই জন্য, যাতে আমার এখানে (কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা ক'রে বলে) তীর লাগে এবং মৃত্যু বরণ ক'রে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন, তুমি যদি আল্লাহর সাথে সত্য অঙ্গীকার করে থাক, তাহলে আল্লাহ বাস্তবে তা সত্য করে দেখাবেন। অতঃপর সাহাবারা অল্পক্ষণ অপেক্ষা ক'রে শত্রুদের সাথে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হোন। পরে তাকে এমন অবস্থায় নবীর নিকট তুলে আনা হলো যে, তার সেখানেই তীর লেগেছিল, যেখানে সে ইশারা ক'রে দেখিয়ে ছিল। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-জিজ্ঞাসা করলেন, একি সেই? সাহাবীরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ আল্লাহর সাথে সত্য অঙ্গীকার করেছিল, তাই আল্লাহও সত্য করে তা দেখিয়ে দিলেন।" (নাসায়ী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। সাহাবাদের ঈমান এত মজবুত ছিলো যে, আল্লাহর পথে শহীদ হতে তাঁরা খুব ভালবাসতেন।
২। তাঁরা দারুণ শক্তিশালী ছিলেন। ভাল কাজে বিলম্ব করতেন না।

৬০। মু'মিনদের প্রয়োজন পূরণ করার ফযীলত

ইবনে উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "মুসলিমরা একে অপরের ভাই। কেউ কারো উপর যুলুম করবে না। কাউকে অন্যের হাতে অত্যাচারিত হতে দেবে না। যে তার ভায়ের সহযোগিতা করবে, আল্লাহ তার সহযোগিতা করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করবে, আল্লাহ তার থেকে কিয়ামতের দিনের দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের গোপন দোষকে ঢেকে রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষকে ঢেকে রাখবেন।" (বুখারী)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-নবী করীম রাসূলুল্লাহ-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের কষ্ট-ক্লেশ দূর করবে, আল্লাহ কিয়ামতের কষ্ট-ক্লেশকে তার থেকে দূর করে দিবেন। আর যে কারো কঠিন কাজকে সহজ করে দেবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতের কঠিন জিনিসকে তার জন্য সহজ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের গোপন দোষকে ঢেকে রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার গোপন দোষকে ঢেকে রাখবেন। আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত তার বান্দার সাহায্য-সহযোগিতায় থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভায়ের সহযোগিতায় থাকে। আর কোন জাতি আল্লাহর ঘরসমূহের কোনো এক ঘরে একত্রিত হয়ে তাঁর কিতাব তেলাওয়াত করে ও আপসে দ্বীনী বিষয়ে আলোচনা করে, তখন তাদের উপর অবতীর্ণ হয় শান্তিধারা, রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখে, ফেরেশতারা তাদেরকে পরিবেষ্ঠন করে রাখেন এবং আল্লাহ তাঁর নিকট উপস্থিত ফেরেশতাদের নিয়ে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন। আর যাকে তার আমল পশ্চাদগামী করেছে (অর্থাৎ নেকীর কাজ করেনি) তার বংশ তাকে অগ্রগামী করতে পারবে না।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণ করতে চেষ্টা করার বড় ফযীলত। বিশেষ করে অসহায় ব্যক্তিদের। কারণ তাদের প্রয়োজন বেশী।

২। যে তার মুসলিম ভায়ের সহযোগিতা করবে, তার প্রয়োজনে আল্লাহ সহযোগিতা করবেন।

৬১। বিদআত থেকে বিরত থাকে রাসূলের অনুকরণ

আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران:٣١]

"হে নবী! লোকদের বলে দাও, তোমরা যদি প্রকৃতই আল্লাহর সাথে ভালবাসা পোষণ করে থাকো, তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান।" (আল-ইমরান ৩১) তিনি আরো বলেন,

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء:٦٥]

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা বিশ্বাসী (মু'মিন) হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা যেন মেনে নেয়।" (সূরা নিসা ৬৫)

আয়েশা-ﷺ-থেকে বার্ণত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে আমাদের কাজের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যার দ্বীনের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, তার সে কাজ প্রত্যাখ্যাত হবে।" (বুখারী, মুসলিম) অন্য বর্ণনায় এসেছে, "যে এমন কোনো কাজ করবে, যে কাজের উপর আমাদের কোনো নির্দেশ নেই, তার সে কাজ প্রত্যাখ্যাত হবে।" (মুসলিম)

ইরবায ইবনে সারিয়া-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রাসূল এমন মর্মস্পর্শী ভাষণ দান করেন যে, অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠে, চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে এটাই অন্তিম ভাষণ, অতএব আমাদেরকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বললেন, "আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার অসীয়ত করছি। আর (নেতৃস্থানীয়) ব্যক্তির কথা শোনা ও তার অনুসরণ করার অসীয়ত করছি, যদিও সে কোনো নিগ্রো ক্রীতদাস হয় (তবুও)। আর শুনো, আমার পর যারা জীবিত থাকবে, তারা বিভিন্ন মতভেদ দেখবে। তখন তোমাদের করণীয় হবে আমার এবং খুলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা। শক্ত করে দাঁত দিয়ে চেপে ধরবে। খবরদার! দ্বীনে নতুন জিনিস আবিষ্কার করা থেকে বাঁচবে, কারণ প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্ট।" (আবূ দাউদ, তিরমিজী)

জাবির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যখনই খুৎবা দিতেন, তখনই বলতেন, "সব চেয়ে ভাল বাণী হল, আল্লাহর বাণী। আর সব চেয়ে ভাল শিক্ষা ও তরীকা হল, মুহাম্মাদ-ﷺ-এর শিক্ষা ও তরীকা। আর সব থেকে খারাপ কর্ম হল, নতুন উদ্ভাবিত কর্ম। আর (দ্বীনে) প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবিত জিনিসই ভ্রষ্ট।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। দ্বীনে নতুন কোনো কিছু আবিষ্কার করা হারাম। অর্থাৎ, এমন কোনো জিনিসকে আল্লাহর ইবাদত হিসাবে সম্পাদন করা, যা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-করেননি।

২। বিদআত কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। বিদআতীর আমল তারই প্রতি প্রত্যাবৃত্ত হয়।

৩। সব রকমের বিদআত থেকে সতর্ক থাকা ওয়াজিব। বিদআত মন্দ ও ভ্রষ্ট কাজ।

৪। আল্লাহর ভালবাসা ও তাঁর ক্ষমা লাভের পথ হল রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর অনুসরণ করা।

৬২। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠের ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب:٥٦]

"নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতা গণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে বিশ্বাসিগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে উত্তমরূপে অভিবাদন (দরূদ ও সালাম পেশ) কর।" (সূরা আহযাব ৫৬)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, "যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহর তার উপর দশটি রহমত বর্ষণ করেন।" (মুসলিম)

আউস ইবনে আউস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমাদের দিনের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হল, জুমআর দিন। সুতরাং এই দিনে আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ পাঠ কর কারণ তোমাদের দরূদ ও সালাম আমার নিকট পৌঁছানো হয়। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে আমাদের দরূদ আপনার নিকট পৌঁছানো হবে, যখন আপনি জরাজীর্ণ হয়ে যাবেন? তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআ'লা নবীদের শরীর মাটির উপর হারাম করে দিয়েছেন।" (আবূ দাউদ)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমরা আমার কবরকে উৎসবস্থলে পরিণত করো না। তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর। কেননা, তোমরা দরূদ যে স্থান থেকেই পাঠ করো না কেন, তা আমার নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়।" (আবূ দাউদ)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যখনই কোন ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠায়, তখনই আল্লাহ আমার আত্মাকে আমার প্রতি ফিরিয়ে দেন। আর আমি সালামের উত্তর দিই।" (আবূ দাউদ)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "সেই ব্যক্তির দুর্ভাগ্যের বিষয়, যার নিকট আমার আলোচনা হল, অথচ সে আমার উপর দরূদ পাঠ করলো না।" (তিরমিজী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব।
২। বিশেষ করে জুমআর দিনে বেশী বেশী করে দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব।
৩। রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠের বড় সাওয়াব।

৬৩। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবসর দেওয়ার ফযীলত

হুযাইফা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমাদের পূর্বেকার কোনো এক ব্যক্তির রূহের সাথে ফেরেশতাগণ সাক্ষাৎ করেন। তারপর জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি কোনো ভাল কাজ করেছ? সে বলল, না। তাঁরা বললেন, স্মরণ কর, সে বলল, আমি লোকদের ঋণ দিতাম আর ছেলেদের বলতাম, অভাবীদেরকে যেন অবসর দেয়, আর সচ্ছল ব্যক্তিরা কিছু

কম দিলেও তা যেন গ্রহণ করে নেয়। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ তাআ'লা বললেন, "ওকে মাফ করে দাও।" (মুসলিম)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "এক ব্যক্তি মানুষদের ঋণ দিতো আর ছেলেদেরকে বলত, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিও, হতে পারে আল্লাহও আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। তারপর সে মৃত্যুবরণ করলে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেদেন।" (মুসলিম)
আবূ ক্বাতাদাহ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি ঋণ দিয়েছিলেন যে ব্যক্তিকে তার কাছে ঋণের পরিশোধ চাইলে, সে লুকিয়ে পড়ে। অতঃপর তাকে পাওয়া গেলে সে বলে, আমি অভাবগ্রস্ত। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ ক'রে বলছ? সে বলল আল্লাহর শপথ ক'রে বলছি। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে চায় যে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের কষ্ট থেকে রক্ষা করুক, সে যেন অভাবগ্রস্তকে অবসর দেয় অথবা তাকে মাফ করে দেয়।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। অভাবগ্রস্তকে অবসর দেওয়া অথবা ক্ষমা করা মুস্তাহাব।
২। অভাবগ্রস্তকে অবসর দেওয়া কিয়ামতের কষ্ট থেকে মুক্তি লাভের উপকরণ।
৩। এটা বান্দাকে আল্লাহর ক্ষমা করে দেওয়ার উপকরণও বটে।

৬৪। সূদ থেকে সতর্ক থাকা

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ [البقرة:٢٧٥-٢٧٦]

"যারা সূদখায়, তারা (কিয়ামতে) সেই ব্যক্তির মত দণ্ডায়মান হবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। তা এ জন্য যে, তারা বলে, ব্যবসা তো সূদের মতই, অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ ও সূদকে অবৈধ করেছেন। অতএব যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে, তারপর সে (সূদ খাওয়া থেকে) বিরত হয়েছে, সুতরাং (নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে) যা অতীত হয়েছে তা তার (জন্য ক্ষমার্হ হবে), আর তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। কিন্তু যারা পুনরায় (সূদ খেতে) আরম্ভ করবে, তারাই জাহান্নামে যাব এবং সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি দেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।" (সূরা বাক্বারা ২৭৫-২৭৬) তিনি আরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:٢٧٨]

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাকে ভয় কর, আর তোমাদের যে সূদ লোকদের নিকট পাওনা রয়ে গেছে, তা ছেড়ে দাও, যদি বাস্তবিকই তোমরা ঈমান এনে থাক।" (সূরা বাক্বারা ২৭৮)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমরা ধ্বংস -কারী সাতটি জিনিস থেকে বাঁচ। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে

আল্লাহর রাসূল! সেই জিনিস সাতটি কি কি? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শির্ক করা, আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত কোন প্রাণীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং সতী-সাধ্বী উদাসীনা মু'মিন নারীদের চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করা।" (বুখারী, মুসলিম)

ইবনে মাসউদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-সূখোর ও যে সূদ দেয় উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কঠোরভাবে সূদ হারাম হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আর তা হল, ধ্বংসকারী মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত।

২। সূদ বরকত বিলুপ্ত করে দেয় এবং পৌনঃ পুনিকভাবে সূদখোর হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সহিত বিদ্রোহকারী।

৩। সূদী কারবারেযুক্ত সকলেই রাসূল কর্তৃক অভিশপ্ত।

৬৫ কুরআন তেলাঅতের ফযীলত

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করে যে, সে বাড়ী ফিরে গিয়ে বাড়ীতে মোটা-তাজা তিনটি গাভিন উটনী পাক? সাহাবীরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নামাযে তিনটি আয়াত পড়ে, তাহলে তা তার জন্য মোটা-তাজা তিনটি গাভিন উটনীর চেয়েও উত্তম।" (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি হরফ পাঠ করে, সে তার বদলায় একটি নেকী পায়। আর একটি নেকী দশটি নেকীর সমান

হয়। আমি 'আলিফ, লাম ও মীমকে' একটি অক্ষর বলছি না, বরং অলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর এবং মীম একটি অক্ষর।" (তিরমিজী)

আয়েশা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি কুরআন তেলাঅত করে এবং সে যদি তেলাঅতে পারদর্শী হয়, তাহলে সে (কিয়ামতের দিন) অনুগত সম্ভ্রান্ত ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন তেলাঅত করে এবং সে যদি পড়তে পড়তে আটকে যায়, আর পড়া তার জন্য কষ্টকর হয়, তাহলে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কুরআন তেলাওয়াতের বড় ফযীলত।
২। কুরআনের প্রত্যেকটি অক্ষরের পরিবর্তে সাওয়াব রয়েছে।
৩। যারা কুরআন তেলাঅতে পারদর্শী, তারা সম্মানী ফেরেশতাদের সাথে জান্নাতে থাকবে।
৪। যার পক্ষে কুরআন তেলাওয়াত কঠিন হয় তা সত্ত্বেও সে যদি তা পড়ে, তাহলে সে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে।

৬৬। সূরা বাক্বারা ও আল-ইমরানের ফযীলত

আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থানে পরিণত করো না। অবশ্যই শয়তান সেই ঘর থেকে বিতাড়িত হয়, যে ঘরে সূরা বাক্বারার তেলাঅত হয়।" (মুসলিম)

আবূ উমামা বাহেলী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "তোমরা কুরআনের তেলাঅত কর, কারণ সে কিয়ামতের দিন তার পাঠকদের জন্য সুপারিশকারী হয়ে

আগমন করবে। তোমরা সূরা বাক্বারাহ ও আলে-ইমরানের তেলাঅত কর। কারণ, এই সূরা দু'টি কিয়ামতের দিন বাদলাকারে ছায়া হয়ে, অথবা দু'দল পাখির আকারে কাতারবদ্ধ হয়ে আগমন করবে এবং তাদের পাঠকদের পক্ষ থেকে জবাবদিহি করবে। তোমরা সূরা বাক্বারার তেলাঅত কর। কারণ, তার তেলাঅতে বরকত লাভ হয়। আর তেলাঅত না করলে অনুতপ্ত হতে হয়। আর যাদুকর এ সূরা পড়তে সক্ষম নয়।" (মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারার শেষোক্ত দু'টি আয়াত পড়বে, তার জন্য এ আয়াত দু'টি যথেষ্ট হবে।" (বুখারী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। সূরা বাক্বারাহ ও সূরা আল-ইমরানের বড়ই ফযীলত।
২। এই সূরা দুটি কিয়ামতের দিন তাদের পাঠকদের পক্ষ থেকে জবাবদিহি করবে।
৩। সূরা বাক্বারার তেলাঅত শয়তানকে ঘর থেকে বিতাড়িত করে।
৪। সূরা বাক্বারার শেষের আয়াত দু'টির ফযীলতও অনেক বেশী।

৬৭ আল্লাহর পথে সাদক্বা করার ফযীলত

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের বিনিময় দিন! আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন!" (বুখারী-মুসলিম)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "সাদক্বা মালের কিছুই কম করে না। আর সহিষ্ণুতার দ্বারা বান্দার

সম্মানই বৃদ্ধি হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা-সম্মানকে আরো বাড়িয়ে দেন।" (মুসলিম)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণও কোনো কিছু সাদক্বা করে-আর আল্লাহ হালাল ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করেন না-আল্লাহ সেটাকে তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর সেটাকে দানকারীর জন্য ঐ ভাবেই বৃদ্ধি করতে থাকেন, যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে লালন-পালন করে থাকে। পরিশেষে তা পাহাড়ের মত হয়ে যায়।" (বুখারী-মুসলিম)

ইবনে মাসঊদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "কেবলমাত্র দু'টি বিষয়ে ঈর্ষা করা যায়। ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তাকে হক পথে অকাতরে দান করার ক্ষমতা দান করেছেন। আর ঐ ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ হিকমত দান করেছেন, অতঃপর সে তার দ্বারা বিচার-ফায়সালা করে ও তা শিক্ষা দেয়।" (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। আল্লাহর পথে ব্যয় করার বড় ফযীলত।
২। হালাল উপার্জন থেকে সাদক্বা না করলে তা গৃহীত হয় না।
৩। সাদক্বা মাল বৃদ্ধি ও বরকতের উপকরণ।

৬৮। সাদক্বার ফযীলত (১)

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء:١١٤]

"তাদের অধিকাংশ গুপ্ত পরামর্শে কোনো কল্যাণ থাকে না, তবে যে (তার পরামর্শে) দান খয়রাত, সৎকর্ম ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় (তাতে কল্যাণ আছে)। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায় যে ঐরূপ করবে, তাকে আমি মহাপুরস্কার দান করব।" (নিসা ১১৪)
তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبأ:٣٩]

"তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার বিনিময় দেবেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।" (সূরা সাবা ৩৯)
আব্দুল্লাহ ইবনে শিক্ষীর-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম-ﷺ-এর নিকট এলাম, যখন তিনি (الهاكم التكاثر) 'আলহাকুমুত্তাষুর' পাঠ করছিলেন, আর বলছিলেন, "আদম সন্তানরা শুধু বলে, আমার মাল, আমার মাল। অথচ হে আদম সন্তান! তোমার মাল তো ততটুকুই, যা তুমি খেয়ে নষ্ট করেছ অথবা পরে শেষ করেছ কিংবা সাদক্বা করে তা সঞ্চিত করেছ।" (মুসলিম)

আবূ হুরাইরা নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "একসময় কোন এক ব্যক্তি মরুপ্রান্তর দিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে সে

মেঘ থেকে 'অমুক ব্যক্তির বাগানে পানি বর্ষণ কর'। কথাটি শুনতে পেল। এটা শুনামাত্র মেঘখণ্ডটি একদিকে এগিয়ে গেল এবং প্রস্তরময় এক ভূখণ্ডে বর্ষণ করল। আর পানি ছোট ছোট নালাসমূহ থেকে বড় একটি নালার দিকে অগ্রসর হল। আর এই পানি পুরো বাগানকে বেষ্টন করে নিল। লোকটি উক্ত পানির পিছনে পিছনে যেতে থাকল। এমন সময় সে দেখতে পেল, একজন লোক তার বাগানে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার বেলচা দিয়ে এদিকে ওদিকে পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে। সে ঐ লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর বান্দা! আপনার নাম কি? সে বলল, আমার নাম অমুক। অর্থাৎ, ঐ নামই বলল, যা সে মেঘ থেকে শুনতে পেয়েছিল। বাগানের মালিক বলল, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার নাম কেন জানতে চাচ্ছ? সে বলল, যে মেঘ থেকে এ পানি বর্ষিত হয়েছে, তা থেকে আমি আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম। ঐ আওয়াজে ছিল এই যে, অমুকের বাগানে গিয়ে বৃষ্টি বর্ষাও। আপনার নামই তাতে বলা হয়েছিল। তা এ বাগানে আপনি এমন কি আমল করেন? সে লোকটি বলল, তা তুমি যখন আমার কাছে জানতেই চাইলে, তাহলে বলছি শোন, এ বাগান থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয়, আমি তার তত্ত্বাবধান করি। উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ দান করে দেই। আমি ও আমার পরিবার-পরিজন এক তৃতীয়াংশ খেয়ে থাকি। আর এক তৃতীয়াংশ পুনরায় এতে লাগিয়ে দেই।" (মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। সাদক্বার বড় ফযীলত।

২। সাদক্বা হলো মাল বৃদ্ধি ও বরকতের মাধ্যম।

৩ মুসলিম যেটা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, সেটাই তার আসল মাল, যা অবশিষ্ট থাকবে।

৬৯। সাদক্বার ফযীলত (২)

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ﴾ [البقرة:٢٧٢]

"আর তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ দান কর, তা নিজেদেরই উপকারের জন্যই।" (সূরা বাক্বারা ২৭২)

উক্ববা ইবনে আমের-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "কিয়ামতের দিন বিচার-ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তি তার সাদক্বার ছায়ায় থাকবে।" (আহমদ)

আদি ইবনে হাতেম থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "একটি খেজুর দিয়ে হলেও (তা সাদক্বা ক'রে) জাহান্নাম থেকে বাঁচ।" (বুখারী)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "মানুষ যখন মারা যায়, তিনটি জিনিস ব্যতীত তার সমস্ত আমাল বন্ধ হয়ে যায়। আর সে জিনিস তিনটি হল, সাদক্বায়ে জারিয়াহ, উপকারী জ্ঞান এবং সৎসন্তানের দুআ।" (মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। সাদক্বা হলো কিয়ামতের দিনের কঠিনতা থেকে নাজাতের অসীলা।
২। স্বল্প হলেও তা জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাধ্যম।
৩। সাদক্বা করা এমন কাজ যার সাওয়াব মৃত্যুর পরও পাওয়া যায়।

৭০। উত্তম সাদক্বা

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বোত্তম সাদক্বা হল, (সেই সাদক্বা) যা প্রয়োজন পূরণের পর (উদ্বৃত্ত মাল থেকে) করা হয় এবং যে সাদক্বা আপনজনকে করা হয়।" (বুখারী)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করাম-ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ সাদক্বাহ নেকীর দিক দিয়ে বড়? তিনি বললেন, তোমার সে সময়ের সাদকাহ করা (বৃহত্তম নেকীর কাজ) যখন তুমি সুস্থ থাকবে, মালের লোভ অন্তরে থাকবে, তুমি দরিদ্রতার ভয় করবে এবং ধন-দৌলতের আশা রাখবে। আর তুমি সাদকাহ করতে বিলম্ব করো না। পরিশেষে যখন তোমার প্রাণ কণ্ঠাগত হবে তখন বলবে, অমুকের জন্য এত, অমুকের জন্য এত। অথচ তা অমুক (উত্তরাধিকারীর) হয়েই গেছে।" (বুখারী)

সালমান ইবনে আমের-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "মিসকীনদের সাদক্বা করলে শুধু সাদক্বার নেকী পাওয়া যায়। কিন্তু আত্মীয়দের সাদক্বা করলে সাদক্বার নেকী এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার নেকীও পাওয়া যায়।" (আহমদ)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। অভাবী আত্মীয়দেরকে সাদক্বা করা অন্যদেরকে করার থেকে উত্তম।
২। সর্বোত্তম সাদক্বা হল সেই সাদক্বা, যা মানুষ সুস্থ, মালের প্রতি লোভ ও অভাবী হওয়ার ভয় থাকা অবস্থায় করে।

৭১। গোপনে সাদক্বা করা

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة ٢٧١]

"তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা উত্তম। আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম।" (সূরা বাক্বারা ২৭১)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, মহান "আল্লাহ কিয়ামতের দিন সাত প্রকারের লোককে তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। ন্যায়পরায়ণ শাসক, যে যুবক তার যৌবন কালকে আল্লাহর ইবাদতে অতিবাহিত করেছে, যার অন্তর সব সময় মসজিদের দিকে টাঙা থাকে, যে দুই ব্যক্তি আল্লাহর নিমিত্ত ভালবেসে একত্রিত হয়েছে, আবার তাঁরই নিমিত্ত বিচ্ছিন্ন হয়েছে, যে ব্যক্তিকে কোন সুন্দরী রমণী (ব্যভিচারের জন্য) ডাকলে সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, যে ব্যক্তি এমন গোপনীয়তা রক্ষা করে দান করেছে যে, তার বাম হাত জানে না ডান হাত কি সাদক্বা করেছে এবং যে ব্যক্তি নিভৃত নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ এবং তার দুই চোখ অশ্রু ঝরায়।" (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। গোপনে সাদক্বা করা প্রকাশ্যে করা থেকে উত্তম।
২। গোপনে সাদক্বা করার ফযীলত এত যে, গোপনে সাদক্বাকারীকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন।

৭২। কোন সৎউদ্দেশ্যে সাদক্বা প্রকাশ্যে করা জায়েয

জারির-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা দিনের প্রারম্ভে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট আমরা বসেছিলাম। হঠাৎ উলঙ্গ শরীরে, উলঙ্গ পায়ে, চাদর ও আলখাল্লা জড়িয়ে এবং তরবারী ঝুলাতে ঝুলাতে এক জাতি

উপস্থিত হল। তাদের অধিকাংশই মুযার গোত্রের লোক ছিল, বরং সকলেই মুযার গোত্রের ছিল। ক্ষুধার্তের কারণে তাদের এই অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তাই তিনি বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে সঙ্গে সঙ্গে আবার বের হয়ে বিলালকে আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। বিলাল-ﷺ-আযান ও ইক্বামত দিলেন। তিনি নামায পড়লেন। অতঃপর খুৎবা আরম্ভ ক'রে আল্লাহর এই আয়াত পাঠ করলেন যার অর্থঃ "হে মানব সম্প্রদায়! তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণী হতে সৃষ্টি করেছেন, এবং তা থেকেই তার জুড়ি তৈরী করেছেন এবং এই দুই (প্রাণী) হতে বহু সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোক দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।" সূরা হাশরের এই আয়াতটিও পড়লেন যার অর্থঃ "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামী কালের (কিয়ামতের) জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।" মানুষ তার দিরহাম, দিনার, কাপড়, যব ও খেজুর দিয়ে সাদক্বা করল। এমন কি তিনি বললেন, একটি খেজুর হলেও তা দিয়ে তোমরা সাদক্বা কর। বর্ণনাকারী বলেন, আনসারদের মধ্যেকার এক ব্যক্তি এমন একটি থলে আনল যে, তার হাত তা বইতে পারছিল না। অতঃপর সকলে (দেখা-দেখি) সাদক্বা করতে আরম্ভ করল। বর্ণনাকারী বলেল, আমি দেখলাম পণ্য শস্যের দু'টি স্তূপ হয়ে গেছে। আর দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর মুখমণ্ডল (আনন্দে) উজ্জ্বল হয়ে গেছে। তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি

ইসলামে কোন ভাল সুন্নাত চালু করবে, সে (চালু করা) এই সুন্নতের প্রতিদান পাব এবং যারা এই সুন্নাতের উপর আমল করবে, তাদেরও প্রতিদানও পাবে। তবে আমলকারীদের প্রতিদান থেকে কিছু কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি কোনো খারাপ সুন্নাত চালু করবে, সে তার পাপ সহ তাদের পাপও বহন করবে, যারা এই সুন্নাত অনুযায়ী আমল করবে।" তবে আমলকারীদের পাপ থেকে কিছু কম করা হবে না।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কোন সৎ উদ্দেশ্যে সাদক্বার প্রকাশ করা যায়।
২। এটা লোক দেখানো আমল বলে গণ্য হবে না, বরং এটা সৎ পথের প্রদর্শক বলেই পরিগণিত হবে।

৭৩। চাওয়া নিষেধ, বিনা চাওয়াতে নেওয়া জায়েয

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বদা ভিক্ষা করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে তো (সে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে,) তার চেহারায় কোনো মাংস টুকরা থাকবে না।" (বুখারী)

হেযাম ইবনে হাকীম-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন। আবার চাইলাম, আবার তিনি দিলেন। পুনরায় চাইলাম, পুনরায় তিনি দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "হে হাকীম! অবশ্যই এ মাল হল সবুজ মিষ্ট ফসল। অতএব যে ব্যক্তি উদার মনে তা গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি সঙ্কীর্ণ মনে তা গ্রহণ করবে, তাতে বরকত থাকবে

না। যেমন কোনো ব্যক্তি খায় অথচ তৃপ্ত হয় না। নিশ্চয় উপরের (দাতার) হাত নিচের (গ্রহণকারীর) হাতের থেকে উত্তম।" (বাখারী)

উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল আমাকে যখন কিছু দান করতেন, তখন আমি বলতাম, আমার চেয়ে যে বেশি অভাবী তাকে দিন। (একদা) তিনি বললেন, "তুমি তা নিয়ে নাও। যখন তোমার কাছে এই মাল আসে, আর তোমার মনে লোভ না থাকে এবং তুমি তা যাচনাও করো না, তাহলে তা গ্রহণ কর এবং তা নিজের মালের সাথে মিলিয়ে নাও। অতঃপর তোমার ইচ্ছা হলে তা খাও, নতুবা দান করে দাও।" এ ছাড়া তোমার মনকে তাতে ফেলে রেখো না।" (বুখারী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। অত্যধিক প্রয়োজন ব্যতীত কারো কাছে মাল চাওয়া নিষেধ।
২। বিনা চাওয়াতে কেউ কাউকে মাল দিলে, তা নেওয়া জায়েয।

৭৪। কতিপয় নিষিদ্ধ বাক্য

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমরা যুগকে গালি দিও না। কারণ, আল্লাহই যুগের বিবর্তনকারী।" (মুসলিম)

হুযাইফা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমরা এ কথা বলো না যে, আল্লাহ ও অমুক চাইলে। বরং বলবে, আল্লাহ চাইলে অতঃপর অমুক।" (আহমাদ)

তুফায়ইল ইবনে সাখবারাহ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমরা এ কথা বলো না যে, আল্লাহ এবং মুহাম্মাদ চাইলে।" (আহমদ)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। যুগকে গালি দেওয়া নিষেধ।

২। আল্লাহ ও অমুক চাইলে বলা নিষেধ, বরং বলতে হবে, আল্লাহ চাইলে অতঃপর অমুক।

৭৫। মরণকে স্মরণ করবে, তবে তার কামনা করবে না

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "সমস্ত সুখশান্তি বিনষ্টকারী মৃত্যুকে খুব বেশী বেশী স্মরণ কর।" (তিরমিজী)

আনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো বিপদে পড়ার কারণে যেন মরার আকাঙ্ক্ষা না করে। আর যদি তা করতেই হয়, তাহলে সে যেন বলে,

((اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي))

"আল্লাহুম্মা আহয়িনী মাকা-নাতিল হায়া-তু খাইরাল লী অ তাওয়াফফানী ইযা-কা-নাতিল অফা-তু খাইরাল লী" (হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জীবিত রাখ, যে পর্যন্ত জীবিত থাকাটা আমার জন্য মঙ্গলময় হয়। আর আমাকে মরণ দাও, যদি মরণ আমার জন্য মঙ্গলময় হয়)। (বুখারী-মুসলিম)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। আর মৃত্যু আসার পূর্বে যেন মরার জন্য দুআ না করে। কেননা, যখনই কেউ মৃত্যু বরণ করে, তখন থেকেই তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। অধিক বয়স মু'মিনের জন্য কল্যাণই ব আনে।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। বেশী বেশী করে মৃত্যুকে স্মরণ করা মুস্তাহাব।

২। বিপদাপদের কারণে মৃত্যু কামনা করা নিষেধ।

৭৬। মৃত্যু সম্মুখকালীন বিধান

আবূ সাঈদ খুদরী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "মৃত্যু মুখে পতিত ব্যক্তিকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়তে বল।" (মুসলিম)

মুআ'য ইবনে জাবাল-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যার শেষ বাক্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (আবূ দাউদ)

জারির-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে তাঁর মৃত্যুর তিন দিন আগে এ কথা বলতে শুনেছি, "তোমাদের সকলেই যেন আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা নিয়েই মৃত্যু বরণ করে।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কালেমা শাহাদতের বড় ফযীলত।

২। মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়তে বলা শরীয়ত সম্মত।

৩। আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পোষণের নির্দেশন।

৭৭। শেষ আমলই লক্ষণীয়

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সত্যবাদী রাসূল আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, "তোমাদের সকলেই চল্লিশ দিন পর্যন্ত (পানি আকারে) মায়ের পেটে জমা হয়। অতঃপর তা জমাট রক্তে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর তা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। অতঃপর আল্লাহ চারটি বাক্য

দিয়ে একটি ফেরেশতা পাঠান। তার কাজ-কর্ম, বয়স, রিজিক এবং সৎ না অসৎ, তা লেখা হয়। অতঃপর তার মধ্যে রূহ ফুঁকা হয়। মানুষ জাহান্নামীদের কাজ করতে থাকে। এমন কি যখন তার মধ্যে এবং জাহান্নামের মধ্যে মাত্র এক হাতের ব্যবধান বাকী থাকে, তখন তার ভাগ্য অতিক্রম করে, আর সে জান্নাতীদের কাজ করে বসে, ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আবার কেউ জান্নাতীদের কাজ করতে থাকে। এমন কি যখন তার মধ্যে এবং জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক হাতের ব্যবধান বাকী থাকে, তখন তার ভাগ্য অতিক্রম করে, আর সে জাহান্নামীদের কাজ করে বসে, ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।" (বুখারী)

জাবির-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, "প্রত্যেককে সেই অবস্থাতেই উঠানো হবে, যে অবস্থায় সে মৃত্যু বরণ করেছে।" মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মন্দ পরিণামকে ভয় করা এবং মন্দ পরিণাম বয়ে আনে এমন কর্ম থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব।
২। অন্তিম আমলই লক্ষণীয় হয়।

৭৮। জানাযার নামাযের বিধান (১)

ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তির জানাযায় এমন চল্লিশজন লোক অংশ গ্রহণ করে, যারা আল্লাহর সাথে শির্ক করেনি, তার জন্য তাদের সুপারিশ আল্লাহ গ্রহণ করেন।" (মুসলিম)

আয়েশা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায একটি বড় জামাআত পড়ে, যারা সংখ্যায় একশ'জন পৌঁছে এবং সকলেই তার ক্ষমার জন্য সুপারিশ করে, তবে তার ব্যাপারে

তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।" (মুসলিম)

সামুরা ইবনে জুন্দুব-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম-ﷺ-এর পেছনে প্রসব বেদনায় মৃতা একজন মহিলার জানাযার নামায পড়েছিলাম। তিনি তার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে ছিলেন।" (বুখারী-মুসলিম)

আবূ গালিব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিকের-ﷺ-এর সাথে একজন পুরুষের জানাযার নামায পড়েছিলাম। তিনি তার মাথার সোজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। অতঃপর লোকেরা একজন কুরাইশী মহিলার জানাযা নিয়ে এসে বলল, হে আবূ হামযা! এর জানাযা পড়িয়ে দিন! তখন তিনি তার খাটের মধ্যস্থলে দাঁড়ালেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার মত করেই কি পুরুষ ও মহিলার জানাযায় রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে দাঁড়াতে দেখেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।" (তিরমিজী)

আব্দুর রাহমান ইবনে আবূ লায়লা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যায়েদ-ﷺ-আমাদের জানাযায় চারবার তকবীর দিতেন।" তিনি কোনো এক জানাযায় পাঁচ তকবীর দিলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-পাঁচ তকবীরও দিতেন।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ইমাম জানাযার নামাযে পুরুষের মাথার সোজায় আর মহিলার মধ্যস্থলে দাঁড়াবে।

২। ইমাম চারবার তকবীর দিবে।

৩। জানাযার নামাযে পাঁচ তকবীর দেওয়াও জায়েয।

৪। জানাযায় অধিকহারে মুসাল্লীদের শরীক হওয়া মুস্তাহাব।

৭৯। জানাযার নামাযের বিধান (২)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, একজন-কালো পুরুষ অথবা মহিলা-যে মসজিদে ঝাড়ু দিতো, মারা যায়। নবী করীম-ﷺ-তার মৃত্যুর খবর জানতে পারেননি। এক দিন তার স্মরণ হলে, বলেন, "ঐ মানুষটির খবর কি? সাহাবাগণ বলেন, হে আল্লাহার রাসূল! সে তো মারা গেছে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে খবর দাওনি কেন? তার কবর কোথায় দেখাও। অতঃপর তিনি তার কবরে গিয়ে নামায পড়েন।" (বুখারী)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, নাজ্জাশী বাদশার যে দিন মৃত্যু হয়, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তার মৃত্যুর ঘোষণা দিয়ে লোকদেরকে নিয়ে ময়দানে বেরিয়ে যান এবং তার (জানাযায়) চারবার তকবীর দেন।" (বুখারী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কবরে জানাযার নামায পড়া জায়েয।

২। গায়েবানা জানাযার নামায পড়া জায়েয।

৮০। জানাযার নামাযে কি পড়বে?

ত্বালহা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আউফ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসের পেছনে একটি জানাযার নামায পড়লাম। তিনি সূরা ফাতিহা পড়লেন এবং বললেন, জেনে নিও, এটাই সুন্নাত।" (বুখারী)

আউফ ইবনে মালিক-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-একটি জানাযার নামায পড়লেন। আমি তাঁর দুআটি মুখস্থ করে রেখেছি। তিনি (এইভাবে) দুআ করলেন,

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ،

وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ))

"আল্লা-হুম্মাগ ফিরলাহ, অরহামহু, অ আ'ফিহি অ'ফু আনহু, অ আকরিম নুযুলাহু, অ অসসি' মুদখালাহু, অগসিলহু বিল মা-য়ি অসসালজি, অল বারাদি, অ নাক্কিহি মিনাল খাত্বায়া কামা-নাক্কায়তাস ষাউবাল আবইয়াযা মিনাদ্দানাসি, অবদিলহু দা-রান খাইরাম মিন দা-রিহি, অ আহলান খাইরাম মিন আহলিহি, অ যাউজান খাইরাম মিন যাউজিহি, অ আদ-খিলহুল জান্নাতা অ আ'য়িযহু মিন আযাবিল কাবরি অ মিন আযাবিন্না-রি" (হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, তার উপর রহম কর, তাকে নিরাপত্তা দাও, তার গুনাহ ক্ষমা করে দাও, জান্নাতে তাকে মর্যাদাসম্পন্ন স্থান দান কর, তার কবরকে সম্প্রসারিত করে দাও। তাকে ধুয়ে দাও পানি, বরফ ও তুষারের শুভ্রতা দিয়ে, তাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দাও, যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। তাকে তার ঘরের চেয়ে ভাল ঘর দান কর, তার পরিজনের চেয়ে ভাল পরিজন দান করতার স্ত্রীর চেয়ে ভাল স্ত্রী দান করো, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং তাকে কবর ও জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর।" আউফ ইবনে মালিক-ﷺ-বলেন, এমনভাবে দুআ করলেন যে, আমার মনে এই আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠে, হায়! আমি যদি এই মৃত হতাম।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা শরীয়ত সম্মত বিধান।
২। রাসূলের প্রতি দরূদ পেশ করার পর মৃতের জন্য দুআ করা শরীয়তের বিধান।

৮১। জানাযার বিধান

মৃত ব্যক্তিকে চুমা দেওয়া জায়েযঃ

আয়েশা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-থেকে বর্ণিত যে, আবূ বাকার সিদ্দীক-ﷺ-রাসূলের মৃত্যুর পর তাঁকে চুমা দিয়েছেন। (বুখারী)

যারা মারা গেছে তাদেরকে গালি দেওয়া নিষেধ

আয়েশা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমরা মৃতদেরকে গালি দিও না, যেহেতু তারা নিজেদের কৃতকর্মের পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। (তার ফল ভোগ করছে)।" (বুখারী)

জানাযা নিয়ে দ্রুত যাওয়া

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "দ্রুত জানাযা নিয়ে যাও। তা যদি কোনো সৎ ব্যক্তির জানাযা হয়, তাহলে তা কল্যাণময়। তাকে তার সেই স্থানে পৌঁছিয়ে দাও। আর তা যদি এ ছাড়া অন্য কারো জানাযা হয়, তাহলে তোমরা তাকে নিজেদের কাঁধ থেকে (যত দ্রুত পার) নামিয়ে দাও।" (বুখারী-মুসলিম)

আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "ঋণের কারণে মু'মিনের আত্মা (জান্নাতের প্রবেশ পথে) ঝুলে থাকে তার ঋণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত।" (তিরমিজী)

ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "লাহাদ" (বগলী কবর) আমাদের জন্য (আমাদের নিকট পছন্দনীয়) এবং সুন্দুক কবর অন্যদের জন্য।" (তিরমিজী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মৃতকে চুমা দেওয়া জায়েয।
২। মৃতদেরকে গালি দেওয়া নিষেধ।
৩। জানাযা দ্রুত নিয়ে যাওয়ার নির্দেশন প্রদান করা হয়েছে।
৪। মৃতর পক্ষ থেকে তাড়াতাড়ি ঋণ আদায় করে দেওয়া ওয়াজিব।
৫। লাহাদ কবর তৈরী করা মুস্তাহাব।

৮২। মৃতকে দাফন করার কতিপয় বিধান

উক্ববা ইবনে আমের-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনটি এমন সময় রয়েছে, যে সময়ে নামায পড়তে ও মৃতকে দাফন করতে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। সূর্যোদয়ের সন্ধিক্ষণে যতক্ষণ না তা খুব ভালোভাবে উদিত হয়ে যায়, ঠিক যখন সূর্য মাথার উপরে থাকে, যতক্ষণ না তা (পশ্চিম গগনে) ঢলে যায় এবং সূর্যাস্তের সন্ধিক্ষণে, যতক্ষণ না তা অস্তমিত হয়ে যায়।" (মুসলিম)

ইবনে উমার থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যখন মৃতকে কবরে প্রবেশ করাতেন, তখন বলতেন,

((بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ))

"বিসমিল্লা-হি অ বিল্লা-হি অ আ'লা-মিল্লাতি রাসূলিল্লা-হি" (আল্লাহর নামে তাঁর সাহায্যে এবং রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর মিল্লাতের উপর (মৃতকে) কবরে রাখলাম)। (তিরমিজী)

আনাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর বেটীর জানাযায় আমি হাযির ছিলাম। তিনি-ﷺ-কবরের পাশে বসে ছিলেন। আমি দেখলাম তাঁর দু'চক্ষু দিয়ে অশ্রু ঝরছে। তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছে যে আজ রাতে সঙ্গম করেনি?" আবূ ত্বালহা বললেন, আমি। তিনি বললেন, তুমি এর কবরে নামো।" তিনি তাঁর কবরে নামলেন এবং আমরা তাঁকে দাফন করলাম। (বুখারী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। উল্লিখিত তিনটি সময়ে মৃতকে দাফন করা নিষেধ।

২। যে মৃতকে কবরে প্রবেশ করাবে তার জন্য (বিসমিল্লা-হি অ বিল্লা-হি অ আ'লা মিল্লাতি রাসূলিল্লা-হি) দুআটি পাঠ করা সুন্নাত।

৩। এমন ব্যক্তিও কোন মহিলার কবরে প্রবেশ করতে পারে, যে তার মাহরাম নয়।

৮৩। ধৈর্য ধারণ ক'রে মুসীবতের সময় যা বলতে হয়

আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ* أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة:١٥٦-١٥٧]

"যারা তাদের উপর কোনো বিপদ এলে বলে, 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহর এবং অবশ্যই আমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে।' এই সকল লোকের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা ও করুণা বর্ষিত হয়, আর এরাই হল সুপথগামী।" (সূরা বাক্বারা১৫৬-১৫৭)

আনাস রাসূলুল্লাহ-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "প্রথম

আঘাতেই ধৈর্য ধারণ করাই হল প্রকৃত ধৈর্য।" (বুখারী)

উম্মে সালামা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে মুসলিম মুসীবতের সময় আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী বলে,

((إِنَّ لله وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ أْجِرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ، وَاخْلُفْنِيْ خَيْراً مِّنْهَا))

"ইন্না লিল্লাহি অ ইন্না ইলায়হি রাজিঊন, আল্লাহুম্মা আজিরনী ফী মুসীবাতী অখলুফনী খায়রাম মিনহা" তাহলে আল্লাহ তাকে যা যা হারিয়েছে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দান করেন।" (মুসলিম)

সুহাইয়েব-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "মু'মিনদের সমস্ত ব্যাপারই আশ্চর্যজনক! তাদের প্রত্যেকটি ব্যাপারই কল্যাণেভরা। আর এটা শুধুমাত্র মু'মিনদের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। যখন আনন্দের কোনো কিছু পায়, তখন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। আর এটা তাদের জন্য মঙ্গলময়।আর যখন বিপদগ্রস্ত হয়, তখন ধৈর্য ধারণ করে। এটাও তাদের জন্য কল্যাণকর বিষয়।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মুসীবতের সময় সবর করার বড় ফযীলত।

২। সেই সবর প্রশংসিত, যা প্রথম আঘাতেই করা হয়।

৩। কষ্ট ও বিপদ-আপদের সময় ধৈর্য ধারণ করা মু'মিনদের গুণ বিশেষ।

৪। মুসীবতের সময় উল্লিখিত দুআটি পড়ার বড় তাৎপর্য।

৮৪। অসীয়ত ও তার বিধান

ইবনে উমার থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "কোন মুসলিমের নিকট যদি এমন কোন জিনিস থাকে, যার সে অসীয়ত করতে চায়, তবে অসীয়ত লিপিবদ্ধ না করে নেওয়া পর্যন্ত দু'রাতও অতিবাহিত করার অধিকার তার নেই।" (বুখারী ও মুসলিম)

সা'আদ ইবনে আবূ অক্কাস-ﷺ-থেকে বার্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বিত্তশালী। আর আমার ওয়ারিস বলতে শুধু একটি মেয়ে। আমি কি মালের তিন ভাগের দু'ভাগ সাদক্বা করে দিতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি বাললাম, অর্ধেক? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তিন ভাগের এক ভাগ? তিনি বললেন, তিন ভাগের এক ভাগ করতে পার, তবে এটাও বেশী। তুমি যদি তোমার উত্তরাধিকারদের মালদার ছেড়ে যাও, এটা তাদেরকে অন্যের কাছে হাত পাততে বাধ্য করে এমন অভাবী ছেড়ে যাওয়া থেকে উত্তম।" (বুখারী-মুসলিম)

আবূ উমামা বাহেলী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক অধিকারীর অধিকার দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং কোনো ওয়ারিসের জন্য অসীয়ত করা চলে না।" (আবূ দাউদ-তিরমিজী)

আয়েশা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা হঠাৎ মারা যান। তাই তিনি অসীয়ত করতে পারেননি। তবে আমার বিশ্বাস যদি কথা বলতে পারতেন, তাহলে অবশ্যই সাদক্বা করতেন। যদি আমি তাঁর পক্ষ থেকে সাদক্বা করি, তাহলে তিনি কি তার সওয়াব পাবেন?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।" (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। যে ব্যক্তি কোনো কিছুর অসীয়ত করতে চায়, তাকে সত্বর তা লিখে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে যেন অবহেলা না করে।

২। মৃত্যুর পূর্বে মানুষ তার মালের তিন ভাগের একভাগ অসীয়ত করতে পারে।

৩। বিশেষ কোনো ওয়ারিসকে তার অধিকারের বেশী দেওয়ার অসীয়ত করা নিষেধ।

৪। মৃতের পক্ষ থেকে সাদক্বা করা জায়েয, যদিও সে অসীয়ত না করে যায়।

৮৫। উত্তরাধিকারের বিধান

ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "উত্তরাধিকারীদের অধিকার দিয়ে দাও। তাদের পর যা বাঁচবে, তার বেশী হকদার হচ্ছে (আসাবার মধ্যেকার) কোনো পুরুষ।" (মুসলিম)

আবূ উমামা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেককে তার অধিকার দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং কোনো ওয়ারিসের জন্য অসীয়ত করা চলে না।" (আবূ দাউদ, তিরমিজী)

উসামা ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "কোনো মুসলিম কোনো কাফেরের এবং কোনো কাফের কোনো মুসলিমের উত্তরাধিকার হবে না।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মিরাস বন্টন আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তী বিধান।

২। কোন ওয়ারিসের জন্য অসীয়ত জায়েয নয়।

৩। উত্তরাধিকারীদের হক নিয়ে নেওয়ার পর যদি কিছু বাকী থাকে, তাহলে তার হকদার হলো মৃতের নিকটস্থ কোন পুরুষ।

৪। মুসলিম ও কাফের একে অপরের ওয়ারিস হবে না।

৮৬। বিলাপ করে ও অসন্তুষ্টি ছাড়া মৃতের জন্য কাঁদার অনুমতি

আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইব্রাহীমের দুধবাপ আবূ সায়েফের বাড়ীতে প্রবেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-ইব্রাহীমকে কোলে নিয়ে তাকে চুমা দিলেন ও শুঁকলেন। সে তখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর দু'চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। আব্দুর রাহমান ইবনে আউফ-ﷺ-তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও (কাঁদছেন)? তিনি বললেন, চোখ অশ্রু ঝরায়, হৃদয় শোকার্ত হয়, আমরা আমাদের মুখ থেকে এমন কথা বলি, যাতে আমাদের রব সন্তুষ্ট হোন আর হে ইব্রাহীম, তোমার বিচ্ছেদে আমরা শোকাহত।" (বুখারী)

উসামা ইবনে যায়েদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম-ﷺ-এর কন্যা তাঁর (রাসূলুল্লাহ)-এর কাছে এই বলে সংবাদ পাঠালেন যে, আমার একটি পুত্র মৃতপ্রায়, সুতরাং আপনি আমাদের এখানে আসুন। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-সালাম দিয়ে বলে পাঠালেন যে, আল্লাহ যা গ্রহণ করেন, তা তাঁরই এবং সেটাও তাঁরই, যা তিনি দান করেন। বস্তুতঃ প্রত্যেক জিনিসের জন্য তাঁর কাছে একটা নির্দিষ্ট সময়সূচী রয়েছে। অতএব

সে যেন পূর্ণ ধৈর্য ধারণ করে এবং সওয়াবের আশা রাখে। কিন্তু তিনি (নবী-দুহিতা) পুনরায় এ শপথ দিয়ে পাঠালেন যে, তিনি যেন অবশ্যই তার নিকট আসেন। অতঃপর তিনি রওয়ানা হলে, সা'আদ ইবনে উবাদা, মুআ'য ইবনে জাবাল, উবায় ইবনে কা'ব, যায়েদ ইবনে সাবেত এবং আরো অনেকেই তাঁর সঙ্গী হলেন। শিশুটিকে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর কোলে তুলে দেওয়া হল, তখন তার প্রাণ ধড়ফড় করছিল। (এ দৃশ্য দেখে) তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। সা'আদ বলে উঠলেন, এটা আবার কি হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, এটা দয়া, মমতা, যা আল্লাহ প্রত্যেক বান্দার অন্তরে রেখেছেন। (মনে রাখবে) নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে দয়াশীলদের প্রতিই দয়া করেন।" (বুখারী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। বিলাপ করে ও অধৈর্য না হয়ে এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফায়-সালার প্রতি অসন্তুষ্টি না হয়ে কাঁদার অনুমতি আছে।

২। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-সদয় ও নরম হৃদয়ের মানুষ ছিলেন।

৮৭। সন্তানাদির মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণ করার সাওয়াব

আনাস-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে মুসলিমের তিনটি সন্তান সাবালক হওয়ার পূর্বেই মারা যাবে, তাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন ঐ সন্তানদের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া ক'রে।" (বুখারী)

আবূ হুরাইরা-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ- বলেছেন, "যে কোনো মুসলিমের তিনটি (নাবালক) সন্তান মারা যাবে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। কিন্তু (আল্লাহ) তাঁর কসম পূরা

করার জন্য (তাদেরকে জাহান্নামের উপর পার করাবেন।" (বুখারী)

আবূ সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে মেয়ের তিনটি সন্তান মারা যাবে, তারা তার জাহান্নামের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। এক মহিলা বলল, আর যদি দু'টি সন্তান হয়? তিনি বললেন, যদি দু'টি হয় তবুও।" (বুখারী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। সন্তানাদির মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণ করার সওয়াব অনেক।
২। সন্তানাদির মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণ করা জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম।
৩। আল্লাহর রহমত অত্যধিক এবং তাঁর অনুগ্রহ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

৮৮। জানাযার নামায পড়ার ফযীলত ও তার কতিপয় বিধান

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি জানাযায় শরীক হয়ে নামায আদায় ক'রে ফিরে যায়, সে এক ক্বিরাত নেকী পায়। আর যে তাতে শরীক হয়ে দাফন করা পর্যন্ত থাকে, সে দু'ক্বিরাত নেকী পায়। জিজ্ঞাসা করা হল, ক্বিরাত কি? বললেন, দু'টি বড় বড় পাহাড়ের মত।" (বুখারী, মুসলিম)

বারা ইবনে আযেব-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আমাদেরকে সাতটি জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন। রোগীকে দেখতে যাওয়ার, জানাযায় শরীক হওয়ার, কেউ হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লা-হ' বললে, তার জাওয়াবে 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলার, দুর্বলদের সাহায্য করার, অত্যাচারিতদের সহযোগিতা করার, সালামের সম্প্রসারণ করার এবং কসম পূরণ করার।" (বুখারী-মুসলিম)

আবূ সাঈদ খুদরী নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

"যখন তোমরা কারো জানাযা আসতে দেখবে, তখন দাঁড়িয়ে যাবে। আর যে জানাযায় শরীক হবে, সে জানাযা না রাখা পর্যন্ত বসবে না।" (বুখারী)

উম্মে আত্বিয়্যা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে জানাযার পেছনে যেতে নিষেধ করা হয়, তবে এ ব্যাপারে আমাদের উপর কোনো কড়াকড়ি করা হয়নি।" (বুখারী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। জানাযায় শরীক হওয়া সুন্নাত।

২। জানাযায় শরীক হওয়ার নেকী অনেক।

৩। যে জানাযার সাথে যাবে তার জন্য সুন্নাত হল, জানাযা না রাখা পর্যন্ত বসবে না।

৪। মেয়েদের জানাযার সাথে যাওয়া নিষেধ।

৮৯। কবরে মৃত ব্যিক্তর অবস্থা

মৃতব্যক্তি কবরে তার সাথীদের পায়ের শব্দ শুনতে পায়, যখন তারা প্রত্যাবর্তন করে

আনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "মৃতব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয়, আর তার সাথীরা যখন প্রত্যাবর্তন করে, সে তখন তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। এমতাবস্থায় দু'জন ফেরেশতা তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, এই ব্যক্তি মুহাম্মাদ সম্পর্কে তুমি কি বলতে? সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তাকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার স্থান দেখ, আল্লাহ তোমার জন্য সেটাকে জান্নাতের স্থান দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। নবী করীম-

ﷺ-বলেন, সে তখন উভয় স্থানকেই অবলোকন করবে। কিন্তু যদি সে কাফের বা মুনাফেক হয়, তাহলে বলবে, আমি জানি না। আমি তা-ই বলতাম, যা লোকে বলত। তাকে বলা হবে, না তুমি নিজে জেনেছ, আর না তাদের অনুসরণ করেছ, যারা জানত। অতঃপর লোহার হাতুড়ি দিয়ে তার মাথায় মারা হবে, যার ফলে সে এমন বিকট আওয়াজে চীৎকার করবে যে, তা মানুষ ও জ্বিন ব্যতীত পার্শ্বস্থ সবাই শুনতে পাবে।" (বুখারী)

আব্দুল্লাহ ইবনে আম থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যখন কেউ মারা যায়, তার স্থানকে সকাল ও সন্ধায় তার নিকট পেশ করা হয়। যদি সে জান্নাতবাসীদের একজন হয়, তাহলে জান্নাত-বাসীদের স্থান পেশ করা হয়। আর যদি সে জাহান্নামীদের একজন হয়, তাহলে জাহান্নামীদের স্থান পেশ করা হয়। তাকে বলা হয়, এটা তোমার স্থান যেখানে কিয়ামতের পর আল্লাহ তোমাকে পাঠাবেন।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কবরে মৃত ব্যক্তিকে ফেরেশতারা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন তা প্রমাণিত।
২। মৃত ব্যক্তি কিয়ামতের পূর্বে তার স্থান জান্নাতে কিংবা জাহান্নামে অবলোকন করবে।

৯০। কবরকে সমান করার নির্দেশ

আবুল হাইয়াজ আল আসাদী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আলী ইবনে আবি ত্বালিব-ﷺ-আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি কাজ করতে পাঠাবো না, যে কাজ করতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন? তা হচ্ছে, কোনো প্রতিকৃতি পেলেই, তা মিটিয়ে

দিবে এবং কোনো উঁচু কবর দেখলেই, তা সমান করে দিবে।" (মুসলিম)

ফুযালা ইবনে উবাইদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে (উঁচু) কবর সমান করে দেওয়ার নির্দেশ দিতে শুনেছি।" (মুসলিম)

জাবির-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কবরকে পাকা করতে, কবরে বসতে এবং কবরের উপর কোনো কিছু নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।" (মুসলিম)

ইবনে মারসাদ আল গানাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমরা কবরে বসবে না এবং সেদিকে মুখ ক'রে নামায পড়বে না।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কবরে কোন কিছু নির্মাণ করা, উঁচু করা এবং তা পাকা করা হারাম।

২। কবরের উপর বসা নিষেধ।

৩। কবরে নামায পড়া হারাম।

৯১। মসজিদ মারাম ও মসজিদে নববীর ফযীলত

মহান আল্লাহ মসজিদে হারাম সম্পর্কে বলেন,

﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج:٢٥]

"আর যে ওতে সীমালংঘন ক'রে পাপকার্যের ইচ্ছা করবে, তাকে আমি আস্বাদন করাবো মর্মন্তুদ শাস্তি।" (সূরা হাজ্জ ২৫)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "আমার মসজিদে নামায পড়া মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এক হাজার নামাযের চেয়েও উত্তম।" (মুসলিম)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমরা তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্য ছাড়া (পুণ্য লাভের আশায়) আর কোথাও ভ্রমণ করবে না। আর সে তিনটি মসজিদ হল, মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আক্বসা ও আমার এই মসজিদ (মসজিদ নববী)।" (মুসলিম)

আবূ হুরাইরা নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "আমার ঘর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি বাগিচা। আর আমার মিম্বার আমার হওযের কিনারে অবস্থিত।" (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে নামায পড়ার নেকী অনেক অনেক বেশী।

২। উল্লিখিত তিনটি মসজিদ ব্যতীত ইবাদতের উদ্দেশ্যে কোথাও ভ্রমণ করা হারাম।

৩। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর ঘর ও তাঁর মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানটুকুর অনেক ফযীলত।

৯২। মক্কার বিধান

ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন, "এই শহরকে আল্লাহই হারাম করেছেন। কাজেই এর বৃক্ষাদি কাটা যাবে না। এখানকার কোন শিকারকে বিতাড়িত করা যাবে না এবং এখানে পড়ে থাকা কোন জিনিস উঠানো যাবে না। কিন্তু যদি কেউ ঘোষণা দেওয়ার জন্য তুলে (তাতে কোন দোষ নেই)।" (মুসলিম)

আয়েশা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-নবী করীম-ﷺ-থেক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "পাঁচটি দুষ্ট প্রকৃতির জানোয়ারকে হালাল ও হারাম উভয় স্থানেই হত্যা করা যাবে। আর তা হল, সাপ, কালো কাক, ইঁদুর, যে কুকুর কামড়ায় এবং চিল।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মক্কার বিরাট মর্যাদা।

২। সেখানকার বৃক্ষাদি কাটা ও স্থলচর পশু শিকার করা হারাম।

৩। সেখানে পড়ে থাকা কোন জিনিস উঠানো জায়েয নয়। তবে যে ঘোষণা দিতে চায়, সে উঠাতে পারে।

৪। অনিষ্টকারী পশুকে হত্যা করা জায়েয। যেমন, সাপ, কাক, ইঁদুর এবং যে কুকুর কামড়ায় ও চিল।

৯৩। মেয়েকে এমন ছেলের সাথে বিয়ে করতে বাধ্য করা হারাম, যাকে সে চায় না

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "বিবাহিতা মহিলার বিয়ে তার নির্দেশ ছাড়া দেওয়া যাবে না। আর অবি- বাহিতা মহিলার বিয়ে তার অনুমতি ব্যতীত দেওয়া যাবে না।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, তার অনুমতি কিভাবে হবে? তিনি বললেন, যদি সে চুপ থাকে।" (বুখারী, মুসলিম)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "বিবাহিতা মহিলা তার নিজের ব্যাপারে অলীর চেয়ে অধিকার বেশী রাখে আর অবিবাহিতা মহিলার নিকট অনুমতি নিতে হবে। আর তার চুপ থাকাই তার অনুমতি বলে বিবেচিত হবে (মুসলিম)

খানসা বিনতে খাদ্দাম আনসারী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, যে, তার পিতা এমন এক ছেলের সাথে তার বিবাহ দিয়ে দেয়, যাকে সে অপছন্দ করত। অথচ সে বিবাহিতা ছিল। রাসূলুল্লাহ-ﷺ নিকট উপস্থিত হয়ে যখন সে এ কথা জানাল, তখন তিনি তার এ বিয়ে বানচাল ঘোষণা করলেন।" (বুখারী)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। বিয়েতে মেয়ের অনুমতি নেওয়া ওয়াজিব।

২। অবিবাহিতা মেয়ের চুপ থাকাই তার অনুমতির জন্য যথেষ্ট।

৩। মহিলার সন্তুষ্টি বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত।

৯৪। ঐক্যের আদেশ ও অনৈক্যের নিষেধ

আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران:١٠٣]

"তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (ধর্ম বা ক্বুরআন)কে শক্ত ক'রে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আল-ইমরান ১০৩)

আরফাজা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "এমন সময় আসবে, যখন সর্বত্র বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। তবে যদি কেউ এই উম্মতের ঐক্যবদ্ধ বিষয়ের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা করে, তাহলে তরবারী দিয়ে তার শিরোচ্ছেদ করে দাও, তাতে সে যে-ই হোক না কেন।" (মুসলিম)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ- বলেছেন, "অবশ্যই মহান আল্লাহ তোমাদের তিনটি বিষয় পছন্দ করেন এবং তিনটি বিষয় অপছন্দ করেন। তিনি পছন্দ করেন যে, তোমরা তাঁর

ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে অংশীদার স্থাপন করবে না। সকলে মিলে তাঁর রজ্জুকে আকঁড়ে ধরে থাকবে এবং আল্লাহ যাদের উপর তোমাদের দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন, তাদের অনুসরণ করবে। আর আল্লাহ তোমাদের তর্কবিতর্ক, বেশী জিজ্ঞাসাবাদ এবং মালের অপচয়কে অপছন্দ করেন।" (মুসলিম)

ইরবায ইবনে সারীয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আমাদের মর্মস্পর্শী উপদেশ দেন। যাতে আমাদের অন্তর বিগলিত হয়ে চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটা তো বিদায়ী ভাষণ মনে হচ্ছে? কাজেই আমাদের আরো উপদেশ দিন! তিনি বললেন, "আমি আল্লাহকে ভয় কারার জন্য তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি। আর কোনো হাবশী গোলামকেও যদি তোমাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়, তার কথা শোনার ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি। আর তোমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকবে, সে বহু মতভেদ দেখতে পাবে। তখন আমার সুন্নাত এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত অনুসরণ করা তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য হবে। এ সুন্নাতকে খুব মজবুত করে আঁকড়ে ধরবে। আর দ্বীনে নতুন কোনো কিছু উদ্ভাবন করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা, প্রত্যেকটি 'বিদআ'ত' বা নব উদ্ভাবিত জিনিসই হল পথভ্রষ্টতা।" (আবূ দাউদ ও তিরমিজী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসূহের নির্দেশনাবলী

১। আল্লাহর কিতাবকে মজবুত করে ধরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
২। মতভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

৩। মতভেদের সময় রাসূলের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৯৫। আমানতের সংরক্ষণ করা ও তা আদায় করা

মহাল আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب:٧٢]

"নিশ্চয়ই আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত অর্পণ করতে চেয়েছিলাম। ওরা ভয়ে বহন করতে অস্বীকার করল; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয় সে অতিশয় যালেম ও অতিশয় অজ্ঞ।" (সূরা আহযাব ৭২) তিনি আরো বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء:٥٨]

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করবে।" (সূরা নিসা ৫৮) তিনি আরো বলেন,

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المعارج:٣٢]

"(মু'মিন তো তাঁরাই) যারা নিজেদের আমানতসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিজেদের ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষার বাধ্যবাধকতা পালন করে।" (সূরা মাআরিজ ৩২)

আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত, নবী-ﷺ-করীম এক মজলিসে লোকদের সাথে কথা বলছিলেন, এমন সময় এক বেদুঈন এসে জিজ্ঞেস করল, কিয়ামত কখন হবে? রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কোনো বিরতি না দিয়ে কথা বলেই

চললেন। অবশেষে কথা বলা শেষ ক'রে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমিই সেই লোক। তিনি বললেন, "যখন আমানতের খিয়ানত হবে, তখন কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা কর।" প্রশ্নকারী বলল, আমানতের খিয়ানতের অর্থ কি? তিনি বললেন, যখন অনুপযুক্ত লোককে কোনো কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর।" (বুখারী)

আনাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-অধিকাংশ খুৎবাতে বলতেন, "যে আমানতের রক্ষণাবেক্ষণ করে না, তার ঈমান থাকে না। আর যে ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পূরণ করে না, তার দ্বীন থাকে না।" (আহমদ)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। আমানত বিরাট জিনিস, তাই তার সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২। আমানতের রক্ষণাবেক্ষণ করা সাফল্য লাভকারী মু'মিনদের গুণ বিশেষ।

৩। যাবতীয় আমানত তার উপযোগী লোকদের নিকট সোপর্দ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

৪। যে আমানতের হিফাযত করে না, তার দ্বীন বিলুপ্ত হয়ে যায়।

৯৬। আল্লাহর প্রতি আহ্বান করার ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

[فصِّلت:٣٣]

"যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করে, সৎকর্ম করে এবং

বলে, 'আমি তো আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)' তার অপেক্ষা কথায় উত্তম আর কোন্ ব্যক্তি?।" (সূরা হা-মীম সাজদা ৩৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ ﴾ [النحل:١٢٥]

"হে নবী! তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা।" (সূরা নাহল ১২৫) তিনি আরো বলেন,

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ [يوسف:١٠٨]

"হে নবী! তুমি তাদের স্পষ্ট বলে দাও যে, আমার পথ তো এই, আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাচ্ছি পূর্ণ জ্ঞানের আলোকে। আর আমার সঙ্গী-সাথীরাও।" (সূরা ইউসুফ ১০৮)

সাহল ইবনে সা'দ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, যে, নবী করীম-ﷺ-আলী ইবনে আবী তালিব-ﷺ-কে খায়বার যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, "যাও, তাদের বস্তিতে অবতরণ ক'রে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাও এবং তাদের উপর মহান আল্লাহর অত্যাবশ্যকীয় অধিকারগুলি সম্পর্কে অবহিত করাও। কেননা, আল্লাহর শপথ! যদি একজন মানুষও তোমার মাধ্যমে সুপথ পায়, তাহলে তা তোমার জন্য লাল উটের থেকেও উত্তম হবে।" (বুখারী, মুসলিম)

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি সুপথের দিকে আহ্বান করে, সে ব্যক্তি তাদের সমান নেকী পায়, যারা (তার আহ্বনে সাড়া দিয়ে) হিদায়েতের পথ অবলম্বন করে। তবে হিদায়েতের পথ অবলম্বনকারীদের নেকীতে কোনো কম করা হয় না। আর যে ব্যক্তি গুমরাহীর দিকে আহ্বান করে, তারও তাদের সমান নেকী হয়, যারা (তার আহ্বনে সাড়া দিয়ে) গুমরাহীর পথ অবলম্বন করে। তবে

তাদের (গুমরাহীর পথ অবলম্বনকারীদের) গুনাহ হতে কোনো কিছু কম করা হয় না।" (মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। আল্লাহর দিকে আহ্বান জানানোর অনেক মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য রয়েছে।
২। কারো মাধ্যমে একজন মানুষও যদি হিদায়েত পায়, তাহলে সে বিপুল নেকীর অধিকারী হয়।
৩। যে ব্যক্তি মানুষকে কোনো ভাল কাজের দিকে আহ্বন জানায়, সেও তার অনুসরণকারীদের মত নেকী পায়।

৯৭। প্রশংসায় বাড়াবাড়ি নিষেধ

আবূ বাকরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম-ﷺ-এর নিকট অপরজনের মুখোমুখি প্রশংসা করলে তিনি বললেন, "হায় হায়! তুমি তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে। এরূপ বারবার বলার পর তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি একান্তই তার সাথীর প্রশংসা করতে চায়, তাহলে সে যেন বলে, আমি ওকে এইরূপ মনে করি -যদি জানে যে সে প্রকৃতই এইরূপ-এবং আল্লাহ ওর হিসাব গ্রহণকারী। তাঁর জ্ঞানের উপর কারো প্রশংসা করি না।" (বুখারী, মুসলিম)

আবূ মূসা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম-ﷺ-এক ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তির প্রশংসায় অতি বাড়াবাড়ি করতে দেখে বললেন, "তুমি লোকটার পৃষ্ঠ কর্তন করলে অথবা তাকে ধ্বংস করলে।" (মুসলিম)

মিক্বদাদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আমাদেরকে (সামনে) প্রশংসাকারীদের মুখে ধূলো ছিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে।

২। প্রশংসাকারী তার জানা মতে এইভাবে বলতে পারে, 'আমি তাকে এই রকম মনে করি। আর আল্লাহ তার হিসাব গ্রহণকারী।

৩। মুখোমুখি প্রশংসাকারীর মুখে ধূলো ছিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৯৮। গান-বাজনা হারাম

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [لقمان:٦]

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞ লোকদের আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে।" (সূরা লুকমান ৬)

আবূ মালেক আনসারী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম-ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে এমনও লোক আসবে, যারা ব্যভিচার, রেশম, শারাব পান এবং গান-বাজনাকে বৈধ মনে করবে। কিছু লোক পাহাড়ের পাদদেশে অবতরণ করবে। তাদের নিকট তাদের শ্রমিকরা আপন প্রয়োজনের জন্যে এলে, শুধু এই বলে বলে ফিরাতে থাকবে যে, কাল এসো। হঠাৎ আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। কিছু লোকের উপর পাহাড়কে চাপিয়ে দিয়ে ধ্বংস করে দিবেন। আর কিছু লোককে কিয়ামত পর্যন্ত শূকর ও বানর বানিয়ে দেবেন।" (বুখারী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। গান-বাজনা হারাম। তা হলো হারাম কৃত অবান্তর জিনিস।

২। এই উম্মতের কিছু লোক গান-বাজনাকে বৈধ ভাবে।

৯৯। যুল-হাজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের মাহাত্ম্য

ইবনে আব্বাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যুল-হাজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের অপেক্ষা অন্য কোনো দিনের ভাল কাজ আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় নয়। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদও কি (উক্ত দিনগুলির চেয়ে উত্তম নয়)? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে যে ব্যক্তি তার জান-মাল সহ জিহাদে বের হয়ে এর কোন কিছুই নিয়ে বাড়ী ফেরেনি।" (তার এই জিহাদ অবশ্যই উক্ত দশদিনের চেয়ে বেশী মর্যাদা রাখে) (বুখারী)

উম্মে সালমা-রাযিয়াল্লাহু আনহা-থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম -ﷺ-বলেছেন, "যখন যুল-হাজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের প্রবেশ ঘটবে, তখন তোমাদের মধ্যে ক্বুরবানী করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যেন তার মাথা ও শরীরের কোন অংশের চুল কর্তন না করে।" অন্য বর্ণনায় এসেছে, "যেন সে চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকে।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। যুল হাজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের ফযীলত অনেক বেশী।
২। এই দিনগুলিতে ভাল কাজ খুব বেশী বেশী করা মুস্তাহাব।
৩। ক্বুরবানী করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি এই দিনগুলিতে চুল ও নখ কিছুই কাটবে না।

১০০। আল্লাহর বিরাটত্ব ও তাঁর রাজত্বের বিশালতা

আবূ যার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, "নবী-ﷺ-তাঁর সুমহান প্রভু হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হে আমার বান্দারা! আমি যুলুম করাকে আমার

নিজের জন্য হারাম করে দিয়েছি এবং আমি তা তোমাদের মাঝেও হারাম করলাম। সুতরাং তোমরাও একে অপরের প্রতি অত্যাচার করো না। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট; কিন্তু সে নয় যাকে আমি সঠিক পথ দেখিয়েছি। অতএব তোমরা আমার নিকট সঠিক পথ চাও আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত; কিন্তু সে নয় যাকে আমি খাবার দেই। সুতরাং তোমরা আমার কাছে খাবার চাও, আমি তোমাদেরকে খাবার দেব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই বস্ত্রহীন; কিন্তু সে নয় যাকে আমি বস্ত্র দান করেছি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্রদান করব। হে আমার বান্দারা! তোমরা দিন-রাত পাপ করে থাক, আর আমি সমস্ত পাপ ক্ষমা করে থাকি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব। হে আমার বান্দারা! তোমরা কখনও আমার অপকার করতে পারবে না এবং আমার উপকারও করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ মানুষ ও জ্বিন সকলেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় একজন পরহেযগার ব্যক্তির হৃদয়ের মত হৃদয়বান হয়ে যায়, তাহলে এটা আমার রাজত্বে কোন কিছু বৃদ্ধি করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ মানুষ ও জ্বিন সকলেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় একজন পাপীর হৃদয়ের মত হৃদয়বান হয়ে যায়, তাহলে এটা আমার রাজত্ব থেকে কোন কিছুই কমাতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ তোমাদের মানুষ ও জ্বিন সকলেই একটি খোলা ময়দানে একত্রিত হয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করে, আর আমি তাদের প্রত্যেককে তার

প্রার্থিত জিনিস দান করি, তাহলে (এ দান) আমার কাছে যে ভাণ্ডার আছে তা হতে ততটাই কম করতে পারবে, যতটা ছুঁচ কোন সমুদ্রে ডুবালে তার পানি কমিয়ে থাকে। হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের কর্মসমূহ তোমাদের জন্য গুনে রাখছি। অতঃপর আমি তোমাদেরকে তার পূর্ণ বিনিময় দেব। সুতরাং যে কল্যাণ পাবে, সে আল্লাহর প্রশংসা করুক। আর যে ব্যক্তি অন্য কিছু (অর্থাৎ অকল্যাণ) পাবে, সে যেন নিজকেই তিরস্কার করে।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসের নির্দেশনাবলী

১। আল্লাহর বিরাটত্ব ও তাঁর রাজত্বের বিশালতার কথা বলা হয়েছে।
২। আল্লাহর বিশাল শক্তি, সামর্থ্য এবং স্বীয় সৃষ্টি থেকে তাঁর সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষিহীনতার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে
৩। প্রত্যেক সৃষ্টির তাঁর হিদায়াত, তাঁর তরফ থেকে রুজি এবং তাঁর ক্ষমার বড়ই প্রয়োজন।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়
৩	সময়ের মূল্য দেওয়া প্রসঙ্গে
৪	তাবিজ ব্যবহার করার হুকুম
৫	গণক ও জ্যোতিষীদের নিকট যাওয়া হারাম
৬	যাদু থেকে সতর্ককরণ
৮	ঝাড়-ফুঁক প্রসঙ্গে
৯	আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ গ্রহণ করা
১০	অলক্ষণ-কুলক্ষণ প্রসঙ্গে
১১	আল্লাহর উপর ভরসা করা
১২	দুআ কবুল হওয়ার সময়
১৪	জামাআ'ত সহকারে নামাজ পড়া ওয়াজিব
১৫	জামাআ'তে নামায পড়ার ফযীলত
১৬	ধীরস্থিরতা ও শান্তভাবে মসজিদে যাওয়া মুস্তাহাব
১৭	অগ্রীম নামাযে আসা ও তার জন্য অপেক্ষা করার ফযীলত
১৮	'তাহিয়্যাতুল মসজিদ'
১৯	কাতার সোজা করা
২১	জামাআত সহকারে ফজরের নামায আদায় করার ফযীলত
২২	আসরের নামাযর ফযীলত
২৪	রাতের কিয়াম
২৫	তারাবীর নামায
২৭	নফল নামাযের বিধান
২৮	জুমআর দিনের ফজিলত
২৯	আগেভাগে জুমআর দিনে আসার ফযীলত
৩১	আগেভাগে জুমআর দিনে আসার ফযীলত

৩২	ঈদের নামাযের বিধান
৩৩	ঈদের নামায
৩৪	কুরবানী প্রসঙ্গে
৩৫	সূর্য গ্রহণের নামায
৩৭	বৃষ্টি কামনা করা
৩৮	ইস্তিসক্বার নামায
৪০	বৃষ্টি সম্পর্কীয় কতিপয় বিধান
৪২	ইসতিখারার (কল্যাণ কামনার) নামায
৪৪	এতীমদের দেখাশুনা করার ফযীলত
৪৫	এতীমের মাল ভক্ষণ করার কঠিন পরিণতি
৪৬	মানুষ তারই সাথে থাকবে, যাকে সে ভালবাসে
৪৭	ছবি তুলার বিধান
৪৯	স্বপ্নের আদব
৫০	দাওয়াত কবুল করা
৫১	অনুমতি চাওয়ার আদব
৫২	শয়তান বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়
৫৩	অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হারাম
৫৪	ধোঁকা দেওয়া থেকে বিরত থাকা
৫৫	ক্রোধ নিষেধ, ক্রোধের সময় কি বলবে?
৫৭	কবরের যিয়ারত
৫৮	মদপান হারাম
৬০	ঝগড়াঝাঁটি থেকে বিরত থাকা
৬১	গাছ রোপণ ও বীজ বপনের ফযীলত
৬২	ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান
৬৩	বেশী হাসা নিষেধ

৬৪	মিথ্যা কসমের কঠিন শাস্তি
৬৫	মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হারাম
৬৬	অভিসম্পাত করা থেকে সতর্ক থাকা
৬৭	৫৪। কবিতা আবৃত্তি প্রসঙ্গে
৬৮	যা বলা নিষেধ
৬৯	জিহাদের ফযীলত
৭১	শহীদ ও মুজাহীদদের সাওয়াব প্রসঙ্গে
৭৩	জিহাদের জন্য সাহাবীদের উদ্দীপনা
৭৫	মু'মিনদের প্রয়োজন পূরণ করার ফযীলত
৭৭	বিদআত থেকে বিরত থাকে রাসূলের অনুকরণ
৭৯	রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠের ফযীলত
৮০	অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবসর দেওয়ার ফযীলত
৮১	সূদ থেকে সতর্ক থাকা
৮৩	কুরআন তেলাঅতের ফযীল
৮৪	সূরা বাক্বারা ও আল-ইমরানের ফযীলত
৮৫	আল্লাহর পথে সাদক্বা করার ফযীলত
৮৯	সাদক্বার ফযীলত
৯০	গোপনে সাদক্বা করা
৯১	সৎউদ্দেশ্যে সাদক্বা প্রকাশ্যে করা জায়েয
৯৩	চাওয়া নিষেধ, বিনা চাওয়াতে নেওয়া জায়েয
৯৪	কতিপয় নিষিদ্ধ বাক্য
৯৫	মরণকে স্মরণ করা
৯৬	মৃত্যু সম্মুখকালীন বিধান

৯৬	শেষ আমলই লক্ষণীয়
৯৭	জানাযার নামাযের বিধান
৯৯	জানাযার নামাযে কি পড়বে?
১০২	মৃতকে দাফন করা প্রসঙ্গে
১০৩	ধৈর্য ধারণ ক'রে মুসীবতের সময় যা বলতে হয়
১০৫	অসীয়ত ও তার বিধান
১০৬	উত্তরাধিকারের বিধান
১০৭	বিলাপ করে ও অসন্তুষ্টি ছাড়া মৃতের জন্য কাঁদার অনুমত
১০৮	সন্তানাদির মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণ করার সাওয়াব
১০৯	জানাযার নামায পড়ার ফযীলত
১১০	কবরে মৃত ব্যিক্তর অবস্থা
১১১	কবরকে সমান করার নির্দেশ
১১২	মসজিদ মারাম ও মসজিদে নববীর ফযীলত
১১৪	মেয়ের বিয়ে প্রসঙ্গে
১১৫	ঐক্যের আদেশ ও অনৈক্যের নিষেধ
১১৭	আমানত প্রসঙ্গে
১১৮	আল্লাহর প্রতি আহ্বান করার ফযীলত
১২০	প্রশংসায় বাড়াবাড়ি নিষেধ
১২১	গান-বাজনা হারাম
১২২	যুল-হাজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের মাহাত্ম্য
১২২	আল্লাহর বিরাটত্ব ও তাঁর রাজত্বের বিশালতা